অক্টোবর, ২০২৫

৮৬

রোজকার অনন্যা

রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না

ভৌতিক

একডজন ভুতের গল্প ও কবিতা

ভাইফোঁটার খানাপিনা

ঐতিহ্যের আলোকপঞ্চক উৎসবধারা

সম্পাদকীয়

শারদোৎসবের আবেশ এখনও শেষ হয়নি। বিজয়ার প্রণাম, স্নেহ ও শুভেচ্ছা এখনও বিনিময় চলছে একে অপরের সঙ্গে। মা দুর্গাকে বিদায় জানিয়ে আমরা যখন নতুন আলো, নতুন আশার প্রতীক্ষায়, তখনই দরজায় কড়া নাড়ছে দীপাবলি। মনের অন্ধকার দূর করে আলোকে আহ্বান জানাবার এই উৎসব আমাদের সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল প্রতীক। ধনতেরাস থেকে ভাইফোঁটা আলোয়, মিষ্টি মুখে, ভালোবাসায় ও পারিবারিক মিলনে ভরপুর এই সময় আমাদের হৃদয়কে নতুন করে জাগিয়ে তোলে। দিশা দেখায় নতুন ভাবনার, নতুন আশার।

এই বিশেষ দীপাবলি সংখ্যায় তাই একদিকে যেমন আছে এক ডজন রোমাঞ্চকর ভূতের গল্প ও কবিতা, অন্যদিকে আছে ভাইফোঁটার জন্য এক ডজন মুখরোচক রেসিপি, যা সাজিয়ে তুলবে আপনাদের উৎসবের দিনগুলোকে আরও আনন্দময়। আর আছে এক বিশেষ প্রবন্ধ 'ঐতিহ্যের আলোকপঞ্চক উৎসবধারা', যেখানে দীপাবলির নানা আচার, বিশ্বাস ও ইতিহাসকে আমরা খুঁজে দেখেছি নতুন আলোয়।

বিজয়ার পবিত্র প্রেক্ষাপটে ও দীপাবলির আলোকিত প্রতিশ্রুতিতে, রোজকার অনন্যা পরিবারের পক্ষ থেকে রইল সকল পাঠক/পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি অন্তরের শুভকামনা। আলোয় ভরে উঠুক আপনাদের জীবন, ভালোবাসায় উজ্জ্বল থাকুক প্রতিটি দিন।

শুভেচ্ছান্তে,

রোজকার অনন্যা পরিবার

সম্পাদক

দেবযানী মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় বিভাগ

সম্পাদকীয় প্রধান
কমলেন্দু সরকার

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
সুস্মিতা মিত্র

সাহিত্য
বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনোদন
তৃষা নন্দী

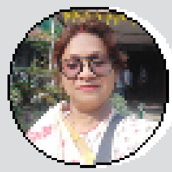

স্বাস্থ্য
সুমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ফ্যাশন এবং অন্দরসজ্জা
এলিজা

গ্রাফিক্স ও অলংকরণ
সৌরভ ঘোষ

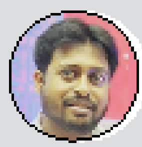

ডিজিটাল হেড
সন্দীপ জানা

বিজ্ঞাপন বিভাগীয় প্রধান
অভিষেক কর্মকার

একটি
দেবী প্রণাম
প্রকাশনা

যোগাযোগ
সম্পাদকীয় বিভাগ: [illegible] (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)
বিজ্ঞাপন বিভাগ: [illegible] (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)
EMAIL: rojkarananya@gmail.com

দেবী প্রণাম প্রকাশনার পক্ষে অমল ঘোষ ও সুতপা ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
RNI: WBBIL/2016/64960
স্বত্বাধিকারী: অমল ঘোষ ও সুতপা ঘোষ

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনো দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

Follow us on :
www.shalimars.com

Shalimar's®

প্রতিটি ফোঁটায় যত্ন
আর বিশুদ্ধতার আশ্বাস

শালিমার নারকেল তেল,
যুগের পর যুগ ধরে বিশ্বস্ততার আরেক নাম।

Also available on

amazon | Flipkart | METRO | spencer's | SastaSundar app | arambagh's FOOD MART | Reliance | more | bigbasket

সূচীপত্র

রোজকার অনন্যা
রোজকার সাজ সজ্জাতে, সাথে রোজকার রান্নাবান্না
অক্টোবর ২০২৫

গল্প

ছবির ভূত
শেখর বসু ৭

ভূতবৃত্তান্ত
তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭

পরান মাঝির পানসী
শোভনলাল আধারকার ২৩

নিশুতি রাতের সেই হাত
সুনন্দা সিংহ ২৯

রক্তের দাগ
দীপঙ্কর ঘোষ ৩৬

পথের বাঁকে রহস্য
জয়দেব দত্ত ৪৮

কবিতা

৫৪-৫৬

ভূতের মুখে রাম নাম
বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য

সামনে এলে
কল্পনা মজুমদার

ওপারের আহ্বান
পৃথা ব্যানার্জি

রাজবাড়ীর ভূত
অরুনা সরকার

ভুতোদীঘি
বিনয় ভড়

ভূতেরা আজ
শ্রী সুজন

ভাইফোঁটার খানাপিনা
(এক ডজন রেসিপি)

মৌমিতা কুণ্ডু মল্ল
৫৭

প্রবন্ধ

ঐতিহ্যের আলোকপঞ্চক উৎসবধারা
টিম অনন্যা ৭০

রাঁধুনি সেরা ৪ ৭৬

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Festival look made Classy
From Classic to Contemporary, Mrignayani range of exquisite sarees, dresses and dress material are sure to make these festivities even more special.
20% OFF
HANDLOOM • HANDICRAFTS
M.P. GOVT. EMPORIUM
Mrignayani®
Dakshinapan, Dhakuria Tel.: 24236715
Avanti
Uttarapan, Ultadanga Tel.: 23550666
Video Call 7439612704
mrignayanikolkata
www.mrignayanikolkata.com

ছবির ভূত

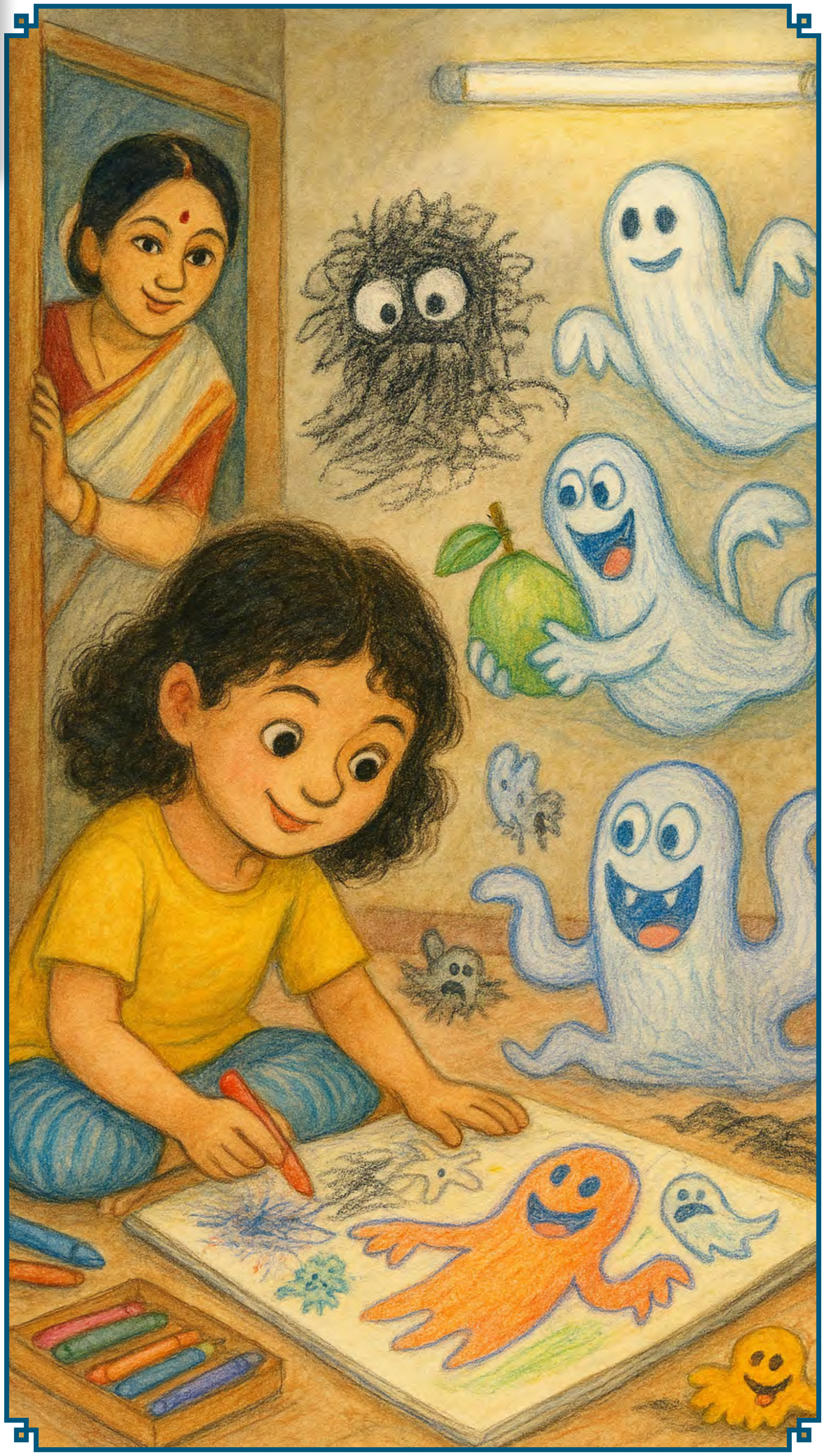

পেত্নির গল্পটা খুব একটা জমাটি হয়নি, কিন্তু মেয়ের আবদারে মাকে বলতে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। গল্প শেষ হতেই রিনি বলল, ‘আর একটা বলো।’ মা এবার ওকে ভাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না করে নরম গলায় বলল, ‘হাতের কাজটা শেষ করে নিই, তারপর তোকে আর একটা গল্প বলব।’ তখনকার মত রেহাই পেয়েছিল মা, কিন্তু হাতের কাজ শেষ হওয়ার পরেই রিনি এসে টান লাগিয়েছিল মায়ের আঁচলে—‘এবার বলো।’

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

KOLKATA: SARASWAT NIKETAN, 5 CAMAC STREET,
NEAR THEATRE ROAD, NEAR PANTALOONS, KANKURGACHI

For franchise inquiry, please call on 9158635000 or send email on franchisee@tbzoriginal.com

tbz®
The original since 1864

রিনির পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরদিনই ওর বাবা ওর জন্যে তিনটে ড্রয়িং খাতা আর অনেকগুলো রং পেনসিল কিনে এনেছিল। বাবার হাতের প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে চোখ বড় বড় করে রিনি জিজ্ঞেস করল, 'এর মধ্যে কী আছে বাবা?'

'খুলে দেখ।'

রিনি একটানে প্যাকেট খুলতেই নানা রঙের একগাদা পেনসিল ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। বাবা হাসতে হাসতে মেয়েকে বলল, 'এই সব রঙিন পেনসিল দিয়ে তুমি ছবি আঁকবে খাতায়।'

'কিসের ছবি?'

'যে ছবি আঁকতে তোমার ইচ্ছে হয় সেই ছবি।'

'খুলে দেখ।' রিনি একটানে প্যাকেট খুলতেই নানা রঙের একগাদা পেনসিল ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। বাবা হাসতে হাসতে মেয়েকে বলল, 'এই সব রঙিন পেনসিল দিয়ে তুমি ছবি আঁকবে খাতায়।'

কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা একমাথা কোঁকড়ানো চুল ঝাঁকিয়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকতে বসে গিয়েছিল রিনি।

শিল্পীকে ছবি আঁকার সুযোগ দিয়ে বাবা চলে গিয়েছিল অন্য ঘরে।

ঘণ্টাখানেক বাদে একটা খাতা বুকে জড়িয়ে ধরে বাবার কাছে ছুটে এসেছিল রিনি। 'এই দেখ কয়েকটা ছবি এঁকে ফেলেছি।'

'এর মধ্যেই! কই দেখি।'

বাবা ছবির খাতার পাতা উলটাতে উলটাতে বলল, 'বাহ! এ তো দেখছি সব ভূতের ছবি। তুমি তো দারুণ দারুণ সব ভূতের ছবি আঁকতে পারো!'

ঠোঁট উলটে রিনি বলে উঠল, 'ভূতের ছবি কোথায়! এই দেখ, এটা হচ্ছে বাঘ। এই দেখ বাঘের গোঁফ, আর এটা হচ্ছে লেজ। এটা পাখি, আকাশে উড়ছে। আর একে চিনতে পারলে না? রোজ সকালে থেকে পাঁচিল টপকে আমাদের বাড়িতে আসে। সেই সাদা-কালো বেড়ালটা। নাকের নীচে কালো রঙ, ঠিক গোঁফের মতো দেখায়। পা মুড়ে নিচু হয়ে বসে আছে, তাই তুমি ওকে চিনতে পারছ না।'

মেয়ের প্রতিটি কথায় গম্ভীর মুখে সায় দিয়েছিল বাবা। 'ঠিক, সব ছবিই খুব সুন্দর! আমি প্রথমে তাড়াহুড়ো করে দেখেছিলাম তো, তাই মনে হয়েছিল সব ছবিই ভূতের।'

রিনির চোখ আবার বড় বড় হয়ে উঠেছিল। 'ভুতদের চেহারা কি অনেক রকম হয়?'

'হ্যাঁ, অনেক রকম। কোনও ভূত তালগাছের মতো লম্বা, কোনও ভূত এইটুকু। কেউ খুব রোগা, কেউ খুব মোটা। কারও গলা এতখানি লম্বা, কারও মাথা ঠিক ঘাড়ের ওপর বসানো। পেত্নিরা একগলা ঘোমটা দেয় মাঝে মাঝে, নারকেল গাছের ডাল দিয়ে উঠোন ঝাঁট দেয়। কখনো কখনো মাঝরাত্তিরে মাছ ধরতে যায় পুকুরে। ভূত-পেত্নিরা আবার নিজেদের চেহারা পালটেও ফেলতে পারে যখনতখন।'

ব্যস, ভূতের গল্প শোনাবার বায়না জুড়ল রিনি। দু-একটা ভূতের গল্প সবাই জানে, কিন্তু দুটো গল্প শোনাবার পরেও রেহাই পেল না রিনির বাবা। 'আরও গল্প বলো।' কিছুটা কষ্ট করে মনে করে, কিছুটা বানিয়ে আরও দুটো গল্প শোনানোর পরে তখনকার মতো ছাড় পেয়েছিল বাবা। কিন্তু ভূত-পেত্নির গল্প শোনার ইচ্ছেটা রিনির মনের মধ্যে কেমন যেন শেকড় ছড়িয়ে বসেছিল।

পরদিন বাবা অফিস যেতেই মায়ের কাছে ছুটেছিল রিনি। 'ভূতের গল্প বলো'। মা এক কথায় ওকে ভাগিয়ে দেওয়ার গলায় বলল, 'ভূতের গল্প জানি না।' সরালেই সরে যাওয়ার মেয়ে নয় রিনি, মায়ের আঁচল টেনে ধরে বলল, 'তাহলে পেত্নির গল্প বলো।'

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পেত্নির গল্পটা খুব একটা জমাটি হয়নি, কিন্তু মেয়ের আবদারে মাকে বলতে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। গল্প শেষ হতেই রিনি বলল, 'আর একটা বলো।'
মা এবার ওকে ভাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না করে নরম গলায় বলল, 'হাতের কাজটা শেষ করে নিই, তারপর তোকে আর একটা গল্প বলব।'
তখনকার মত রেহাই পেয়েছিল মা, কিন্তু হাতের কাজ শেষ হওয়ার পরেই রিনি এসে টান লাগিয়েছিল মায়ের আঁচলে—'এবার বলো।'
মা বলল, 'বলছি বলছি, একটু জিরোতে দে। এক কাজ কর, যে পেত্নিটার গল্প বললাম তোকে, তার একটা ছবি এঁকে ফেলত চট করে।'

অমনি ছবি আঁকতে ছুটেছিল রিনি। বাবা অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পরেই আবার শুরু হয়েছিল ওর বায়না—'আর একটা ভূতের গল্প বলো।'

কয়েকদিনের মধ্যে বাবা-মায়ের ভূতের গল্পের ভাঁড়ার শেষ। গল্প বানাবার দমও ফুরিয়ে গেছে প্রায়, কিন্তু রিনির গল্প শোনার আগ্রহে টান পড়েনি একটুও। বাবা সেদিন রিনিকে একটু বেশি মাত্রায় আদর করার পরে বলল, "তোমাকে আমরা এই ক'দিনে কতরকম ভূত-পেত্নির গল্প শুনিয়েছি। কতরকম চেহারা তাদের। তুমি এক কাজ করো এবার। সবার ছবি এক-এক করে এঁকে ফেল। আঁকা শেষ হলে আবার তোমাকে ভূতের গল্প বলব।"

কাঁধ পর্যন্ত লম্বা কোঁকড়ানো চুল আচ্ছা করে ঝাঁকিয়ে নেওয়ার পরে রিনি 'ঠিক আছে' বলে ছুট লাগেছিল ওর পড়ার ঘরে।

গল্পের সেই ভূতগুলোর ছবি আঁকতে শুরু করে দিয়েছিল রিনি। ভূতের ছবিগুলো সত্যিই ভূতের মতো। কত রকমের ভূত! কোনও ভূত রোগা, হাড্ডিসার, কেউ বেজায় মোটা, কারও কপালে চোখ, কারও হাত-পাগুলো ইয়া লম্বা-লম্বা।

ভূতের ছবিগুলো আঁকার পরেই রিনি খাতা নিয়ে ছুটেছিল বাবার কাছে। ছবি দেখে বাবা অবাক। কয়েকটা ভূতকে চিনতেও পেরেছিল। বলল, 'এটা তো মামদো ভূত। তাই না?'
ঘাড় নেড়েছিল রিনি।
ছবির নীচে ভূতেদের নাম লিখে দিয়েছিল বাবা। মেছো ভূত, গলাকাটা ভূত, ব্রহ্মদত্যি, আলেয়া ভূত। কিছু-কিছু ভূতের নাম রিনিও বলে দিয়েছিল, এগুলো ওর বানানো। বাবা জিজ্ঞেস করল, 'আরে! এই ভূতগুলো তুই পেলি কোথায়?'
গম্ভীর ভাবে রিনি উত্তর দিয়েছিল, 'ওরা নিজে থেকে এসেছে।'
সায় দিয়েছিল বাবা, 'ভূতদের এই স্বভাব, দু-চারজনকে ডাকলে সঙ্গে আরও অনেকে চলে আসে।'

রিনি এখন শুধুই ভূতের ছবি আঁকে—নানা ধরনের ভূত। ভূতের ছবি এঁকে এঁকে ওর ড্রয়িং খাতাগুলো ফুরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু ছবি আঁকা থামেনি। স্কুলের খাতার শেষের দিকের কয়েকটা পাতা ভূতের ছবিতে ভর্তি, বাবার অফিসের ডায়েরির মাঝখানের পাতায়

ভূতের ছবি। মায়ের হিসেবের খাতায় ভূতের ছবি। ভূতের ছবি ক্যালেন্ডারে, পত্রিকার পাতায়। সব জায়গাতেই বিচিত্র সব ভূতের ছবি।

বাড়ির চারদিকে ভূতের এই উৎপাতের হাত থেকে বাঁচার জন্যে বাবা এবার ওকে পাঁচটা ছবি আঁকার খাতা, দুই প্যাকেট রঙ পেনসিল, জলরঙ কিনে দিয়ে বলল, 'যত খুশি তোমার ভূতের ছবি আঁকো, কিন্তু শুধু খাতায় আঁকবে। এগুলো শেষ হলে আবার খাতা-রঙ এনে দেব, তবে খাতা ছাড়া আর কোথাও আঁকবে না।'

চিৎকার শুনে ছুটে গেল মা। কী ব্যাপার? রিনি মেঝের ওপরে বসে ঠকঠক করে কাঁপছিল। মা ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করার পরে কাঁপুনি কমেছিল মেয়ের। শেষে অনেক কষ্টে কান্না থামিয়ে রিনি বলল, 'ভূত।'

ঘাড় নেড়ে রং-তুলি আর খাতা নিয়ে ভূতের ছবি আঁকতে বসে গিয়েছিল রিনি। নতুন-নতুন সব ভূত! কী তাদের চেহারা! আঁকার পরে রিনিই খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত তাদের দিকে।

এইভাবে দিন দুয়েক চলার পরে ঘটল সেই অদ্ভুত ঘটনা। কোণের ঘরে মেঝের ওপরে বসে একমনে ছবি আঁকছিল রিনি, তারপরেই ও আঁ-আঁ করে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

চিৎকার শুনে ছুটে গেল মা। কী ব্যাপার? রিনি মেঝের ওপরে বসে ঠকঠক করে কাঁপছিল। মা ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করার পরে কাঁপুনি কমেছিল মেয়ের। শেষে অনেক কষ্টে কান্না থামিয়ে রিনি বলল, 'ভূত।'

টিউবলাইটের আলো ঝকঝক করছিল চারদিকে। একটু আগেই সন্ধে হয়েছে। ঘুগনিওয়ালা ঘুগনি ফেরি করতে ঢুকেছে গলিতে। তার মজার গলার স্বর ভেসে আসছে বাতাসে। মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় ভূত! ভূত কোথায়?'

রিনি ভয়ে ভয়ে কাগজের ওপর ওর আঁকা ভূতের ছবিটা দেখাল মাকে। ছবি দেখে মায়ের সে কী হাসি! হাসি আর থামেই না। শেষে কোনও মতে হাসি থামিয়ে বলল, 'বোকা মেয়ে কোথাকার! ভূত কোথায়? এ তো ভূতের ছবি। আর ভূতের এই ছবিটা তো তুমিই এঁকেছ। তাই না?'

মায়ের কথা শুনে রিনির ভয় একটুখানি কমেছিল। ও আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে জানাল, ভূতের ছবিটা ওই এঁকেছে। ওর জবাব পেয়ে মা আর একবার হেসে উঠেছিল। তারপর বললেন, 'কী বোকা মেয়ে তুমি! নিজের আঁকা ভূতের ছবি দেখে কেউ কি ভয় পায়? তুমিই বলো না?'

এবার একটু লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল রিনি।

'কিন্তু মা, ও তো—।'

'কী ও?'

'ও তো একটা ভূত।'

গলা ছড়িয়ে হেসে উঠেছিলেন মা। 'ভূত তো বটেই। কিন্তু ওই ভূতটা তো আঁকা ভূত। ওই ভূতটাকে এঁকেছে আবার আর একটা ভূত—সেই ভূতটার নাম রিনি। না-না, ভূত না, পেত্নি। তাই তো?'

মায়ের কথা শুনে রিনি এবার মুখ লুকালো মায়ের কাঁধে।

বাবা অফিস থেকে বাড়ি ফিরলে মেয়ের এই কাণ্ডের কথা বাবাকে শোনাল মা। শুনে বাবা হাসল হো হো করে। ব্যাপারটা কিন্তু ওখানেই শেষ হয়নি।

ভূতের ছবি আঁকা থামল না রিনির। আগের মতোই ও খাতার ওপর মাথা গুঁজে একমনে ভূতের ছবি আঁকে। আঁকা শেষ হয়ে গেলেই ও নিজের আঁকা ভূতের ছবির দিকে তাকিয়ে আঁ আঁ করে ওঠে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

উৎসবের সাজমহল
আদি রেডিমেড সেন্টার প্রাঃ লিঃ
সম্পর্কের বন্ধন যেখানে চিরন্তন
স্টেশন রোড, সোদপুর ▪ 2583-6149 / 8240496311
E-mail : adircpl@gmail.com
For Online Shopping
CALL US AT
9830117563 | 7003384398
VISIT AT
www.adireadymadecentre.net
FOLLOW US ON

অমনি ওখানে ছুটে যায় ওর মা। বাবা থাকলে বাবা।

কত করে রিনিকে বোঝানো হয়েছে তুমি আর ভূতের ছবি এঁকো না। অনেক ভূতের ছবি এঁকেছ, এবার অন্য কিছুর ছবি আঁকো।

পাঁচখানা ছবির বই মেয়েকে কিনে দিয়েছে বাবা। কোনো বইতে শুধুই পাহাড়, গাছপালা আর ফুলের ছবি। কোনও বইতে কেবল জন্তু-জানোয়ার—বাঘ, সিংহ, হাতি, বাঁদর, হরিণ, শেয়াল—এই সব। কোনও বইতে গ্রামের ছবি—আমবাগান, ধানক্ষেত; পুকুরে হাঁস চরছে। কোনও বইতে শহরের রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, পার্ক আর মেলার ছবি। সঙ্গে ছবি আঁকার খাতা, রঙ-তুলি।

রিনিকে আদর করে বাবা বলেছিল, 'কী সুন্দর সব ছবির বই! এই সব ছবিই তুমি তোমার খাতায় আঁকবে। প্রথমে পেনসিল দিয়ে আঁকবে, তারপর রঙ লাগাবে ছবিতে। খুব মন দিয়ে আঁকবে, তাহলে দেখবে বইয়ের ছবির চাইতেও তোমার ছবি সুন্দর হয়ে উঠেছে। কী, পারবে তো?'

জবাবে লক্ষ্মী মেয়ের মতো একদিকে লম্বা করে মাথা কাত করেছিল রিনি। ছবির বইগুলো খুব পছন্দ হয়েছিল ওর। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল ছবিগুলো। বাবা-মা ভাবল, যাক, বিপদ কেটে গেছে, এবার থেকে রিনির খাতায় অন্য রকমের ছবি দেখা যাবে।

কিন্তু তা হল না। নতুন ড্রয়িং খাতায় ছবি আঁকতে গিয়ে রিনি আবার বিচ্ছিরি চেহারার এক ভূতের ছবি এঁকল। তারপর ভয় পেয়ে ফের আঁ আঁ করে উঠল।

একদিন নয়, দুদিন নয়, পর পর তিনদিন ঠিক একই ধরনের ঘটনা ঘটল। ভূতের ছবি এঁকে ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠে রিনি। মা এবার রাগ-রাগ মুখ করে বলল, 'তোমার আর ছবি আঁকার দরকার নেই। ছবি আঁকতে গেলে শুধুই ভূতের ছবি—। তারপর নিজের আঁকা ছবি দেখে নিজেই আঁতকে উঠবে। লোকে শুনলে বলবে কী?'

মায়ের কাছে বকুনি খেয়ে মুখ ভার করে বসেছিল রিনি। তবে বেশিক্ষণ নয়, ছোটদাদু ওদের বাড়িতে আসতেই মুখে হাসি ফুটেছিল রিনির। ছোটদাদু পাশের পাড়ায় থাকেন, মাঝে মাঝে ওদের বাড়িতে চলে আসেন। এলেই মজার মজার কত গল্প শোনান ওকে। রিনির সঙ্গে দারুণ ভাব ছোটদাদুর। ওঁর গল্পের ঝুড়ি খালি হয় না কখনো। শুনতে চাইলেই নতুন নতুন গল্প শোনান।

সব শুনে দাদু বললেন, 'রিনির কী দোষ! বিচ্ছির চেহারার ভূতগুলো খুব বিচ্ছিরি স্বভাবের হয়। আমার ছেলেবেলায় ওরা আমাকে কম জ্বালিয়েছে নাকি! শেষে ওদের একদিন আচ্ছা করে জব্দ করে দিলাম—।'

চোখ বড় বড় করে ছোটদাদুর গল্প শুনছিল রিনি। 'কী করে ওদের জব্দ করলে?'
'দাঁড়াও! জব্দ করার কায়দাটা তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। তুমি তোমার ড্রয়িং খাতা, রঙ-পেনসিল নিয়ে এসো তো—।'

রিনি একছুট্টে ওর ছবি আঁকার ব্যাগটাই নিয়ে এলো। ছোটদাদু ড্রয়িং খাতার পাতা উলটে রিনির আঁকা ভূতের ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঠিক, ঠিক এই ভূতগুলোই আমার ছেলেবেলায় আমার ড্রয়িংখাতার পাতায় এসে জুটেছিল। যেমন বিচ্ছিরি চেহারা, তেমনি বিচ্ছিরি স্বভাব। বিচ্ছিরি ভূত! তখন আমি করলাম কি—।'
'কী? কী করলে?'
'এইরকম একটা কালো রঙ-পেনসিল নিয়ে বিচ্ছিরি ভূতগুলোর ওপর হিজিবিজি দাগ কাটতে লাগলাম। ব্যস, আস্তে আস্তে হিজিবিজি দাগের আড়ালে বিচ্ছিরি ভূতগুলো একদম চাপা পড়ে গেল। তারপর—।'
'তারপর?'
ছোটদাদু লাল রঙের একটা পেনসিল তুলে নিলেন হাতে, তারপর ড্রয়িংখাতার সাদা পাতায় খুব মজার চেহারার একটা ভূত এঁকে ফেললেন। ভূতটার এত বড় একটা হাঁ। মুখে দু-তিনটে মোটে দাঁত। কিন্তু ফোকলা মুখের হাসিটা বড় মিষ্টি। মুখ হাঁ-করা অত বড় হাসি তো, চোখদুটো তাই ছোট হয়ে গেছে। ভূতের

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বড়বাজারঃ 70, পন্ডিত পুরুষোত্তম রায় ষ্ট্রীট- ফোন– 7044092000 • 208, এম.জি. রোড- ফোন –8420070959
গড়িয়াহাটঃ ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে – ফোন– 7044088408, বেহালাঃ 363, ডায়মন্ড হারবার রোড, 14 নং বাস স্ট্যান্ডের কাছে, ফোন – 8981006500
কাঁচড়াপাড়াঃ বাগ মোড়, হালিশহর – ফোন - 7044062000, বারাসাতঃ হরিতলা মোড় - ফোন - 7044050137
বর্ধমানঃ মিউনিসিপ্যাল বয়েজস্কুলের পাশে- ফোন – 8101707778, কৃষ্ণনগরঃ কোতোয়ালী থানার বিপরীতে – ফোন - 8373052387
তমলুকঃ পদুমবসান, IDBI ব্যাঙ্কের বিপরীতে- ফোন - 9547373451
মেদিনীপুর টাউনঃ বড়বাজার চক, বিজয় কৃষ্ণ কালী এ্যান্ড সন্স জুয়েলার্স–এর পাশে, ফোন - 81700 11506
কাঁথিঃ রূপশ্রী বাইপাস, বি. সরকার জহুরীর পাশে, ফোন - 9046931513

হাতে এত বড় একটা পেয়ারা। দাদু বললেন, 'ভূতটা এত হাসছে কেন বলো তো?'
'কেন?'
'তুমি ওর সঙ্গে একটু ভাব করো, তাহলেই জানতে পারবে।'
'না-না, তুমি বলো।' রিনি ওর ছোটদাদুর হাত ধরে ঝুলে পড়েছিল।
'ঠিক আছে, বলছি। ভূতটা বুড়ো ভূত তো। দাঁত আছে মোটে তিনটে, তাও নড়বড়ে। ওর হাতের পেয়ারাটা ডাঁশা। খেতে ভয় পাচ্ছে, খেতে গিয়ে যদি ওই তিনটে দাঁতও পড়ে যায়! এদিকে ভয় পাচ্ছে, ওদিকে আবার লোভও হচ্ছে খুব। অমন ডাঁশা পেয়ারার লোভ কি ছাড়া যায়! নিজের এই দোনামনা ভাব দেখে ওর নিজেরই খুব হাসি পেয়ে গেছে। এরা হল মজার ভূত। মজার ভূতরা খুব ভালো বন্ধু হয়। মজার মজার গল্প শোনায় শুধু।'

ঘরে ঢুকে দেখে কেউ তো নেই। রিনি মেঝেতে দু-পা ছড়িয়ে বসে খাতার দিকে তাকিয়ে কথা বলে যাচ্ছে সমানে। অবাক হয়ে মা বলল, 'কী বলছ তুমি তখন থেকে?' একটু হেসে উত্তর দিল রিনি, 'গল্প করছি, এর সঙ্গে।'

ছোটদাদু অনেকক্ষণ ধরে এই সব গল্প শোনাবার পরে চলে গেলেন। আর উনি চলে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ড্রয়িংখাতার ওপর ঝুঁকে পড়েছিল রিনি। প্রথমেই কালো রঙের পেনসিল বাগিয়ে হিজিবিজি দাগ টানল বিচ্ছিরি চেহারার দুটো ভূতের ওপর। কালো দাগের নীচে চাপা পড়ে গেল বিচ্ছিরি ভূত। তারপরেই সাদা পাতায় মজার চেহারার কয়েকটা ভূত এঁকে ফেলল চটপট। ভূতগুলো এমন যে দেখলেই হাসি পেয়ে যায়। ফিক করে হেসেও ফেলেছিল রিনি।

ব্যস, শুরু হয়ে গেল রিনির মজার ভূতের ছবি আঁকা।
হিজিবিজি দাগের নীচে চাপা পড়ে যায় বিচ্ছিরি ভূতগুলো, আর মজার মজার সব ভূতের ছবি ফুটে ওঠে সাদা পাতায়। এরা সবাই বন্ধু ভূত। মজার ভূত। এদের সঙ্গে কত গল্প হয় রিনির। আড়াল থেকে মেয়ের ওপর নজর রেখেছিলেন ওর মা। এখন নিশ্চিন্ত। জব্বর এক পথ বাতলে দিয়েছেন ওর ছোটদাদু। ভয় পাওয়ার বদলে এখন শুধু হাসি আর গল্প। ভূতের ছবি এঁকে আর কখনও ভয় পায়নি রিনি।

সেদিন ওর মা বাইরে থেকে শুনল ঘরের মধ্যে রিনি কার সঙ্গে বকবক করে যাচ্ছে সমানে।
কে এলো সাতসকালে? ঘরে ঢুকে দেখে কেউ তো নেই। রিনি মেঝেতে দু-পা ছড়িয়ে বসে খাতার দিকে তাকিয়ে কথা বলে যাচ্ছে সমানে। অবাক হয়ে মা বলল, 'কী বলছ তুমি তখন থেকে?'
একটু হেসে উত্তর দিল রিনি, 'গল্প করছি, এর সঙ্গে।'
মা উঁকি মেরে দেখল, খাতার ওপর মজার চেহারার একটা ভূতের ছবি এঁকেছে রিনি।
হাসতে হাসতে মা জিজ্ঞেস করল, 'তা, কী গল্প হচ্ছিল তোমার ভূত বন্ধুর সঙ্গে?'
রিনি এবার একটু চটে উঠে বলল, 'তুমি এখন যাও তো। তুমি থাকলে ও আমার সঙ্গে কথাই বলবে না।'

রিনির আঁকা এই ভূতটার লম্বা-লম্বা হাত, লম্বা-লম্বা ঠ্যাং। মাথা প্রকাণ্ড, তবে মুখটা বেশ হাসি-হাসি। সেদিকে তাকিয়ে মা বলল, 'তোমার এই ভূত-বন্ধুটা খুব লাজুক, না?'
'আহ্! তুমি যাও তো মা।'
মা আর কী করবে? গল্পের সময় বিরক্ত করা ঠিক নয় ভেবে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

একটু বাদেই রিনি আবার প্রাণের গল্প জুড়ে দিয়েছিল মজার চেহারার ওই বন্ধু-ভূতের সঙ্গে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Bhaskar Sriniketan
STORE ▸ BEHALA
স্টাইলের
উজ্জ্বল
উৎসব
• Menswear • Womenswear • Kidswear • Teenswear • Suiting Shirting • Rubia • Dress Materials & Bed Sheets
+91 8910 37 5304 • +91 9330 57 9767
www.bhaskarsriniketan.com
bhaskarsriniketanbehala
@bhaskarsriniketan

ভূতবৃত্তান্ত

যাকে ভূতে ধরেছে, সে তো থাকে ঘরের ভিতর, ওঝাও তার ঘাড় থেকে ভূত তাড়াবে বলে সেই ঘরে অন্তরীণ হয়, সুতরাং বাইরে থেকে ওঝার তাড়পানি, অজস্র গালিগালাজ, সেই সঙ্গে বেত বা ঝাঁটা দিয়ে পিটুনির শব্দ—সবই সেই অদৃশ্য ভূতের উদ্দেশে, তা ছাড়া আর কিছু দৃশ্যমান হয় না।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মাদারিপুর গাঁয়ে প্রায়ই কাকে না কাকে ভূতে ধরত, এমন ধরত যে কিছুতেই নামতে চাইত না। খবরটা হু হু করে রটে যেত দূর থেকে দূরান্তরে। ততক্ষণে কপালে মস্ত লাল ফোঁটা-কাটা, ঝাঁকড়া-চুলো, ভাটার মতো জ্বলতে থাকা ওঝা এসে পৌঁছত সেই ভূত তাড়াতে। আর সেই বাড়ির সামনে তখন অজস্র দর্শনার্থীর ভিড়।

যাকে ভূতে ধরেছে, সে তো থাকে ঘরের ভিতর, ওঝাও তার ঘাড় থেকে ভূত তাড়াবে বলে সেই ঘরে অন্তরীণ হয়, সুতরাং বাইরে থেকে ওঝার তাড়পানি, অজস্র গালিগালাজ, সেই সঙ্গে বেত বা ঝাঁটা দিয়ে পিটুনির শব্দ—সবই সেই অদৃশ্য ভূতের উদ্দেশে, তা ছাড়া আর কিছু দৃশ্যমান হয় না।

বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ভয়ে হিম হয়ে সেই আতঙ্ক অনুভব করে ফিরে আসতে হয় বাড়িতে।

কিন্তু সেদিন তার ব্যত্যয় ঘটল। ফিরছিলাম স্কুল থেকে, হঠাৎ দেখি এক জেলেবাড়ির সামনে খুব ভিড়। তো আমিও ভিড় দেখে দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করি কী কারণে ভিড়। গ্রামেগঞ্জে

জীবন চলে রয়েবসে, হঠাৎ কোনও উত্তেজনার কারণ ঘটলে সবাই ছুটে আসে—কী ঘটেছে সেই ঘটনা নিয়ে দু-দশদিন আলোচনা-রটনা চলবে, যতদিন না নতুন কোনও ঘটনার আবির্ভাব ঘটে।

জীবন চলে রয়েবসে, হঠাৎ কোনও উত্তেজনার কারণ ঘটলে সবাই ছুটে আসে—কী ঘটেছে সেই ঘটনা নিয়ে দু-দশদিন আলোচনা-রটনা চলবে, যতদিন না নতুন কোনও ঘটনার আবির্ভাব ঘটে।

সেদিন শুনলাম, জেলেবউকে ভূতে পেয়েছে, ধরেছে তার কতদিন আগে মরে যাওয়া শ্বশুর। কাল সন্ধেবেলা পেয়েছে, আজ বিকেল হতে চলল, এখনও বহাল তবিয়তে তার ঘাড়ে। কোথায় তক্কে তক্কে ছিল ওঝা, খবর পাওয়ামাত্র আজ দুপুরের দিকে সে-ও এসে উপস্থিত। কিন্তু তাদের ঘরটা তো বেজায় ছোটো, সেখানে ভূতে-পাওয়া বউকে নিয়ে সেঁধিয়ে যাওয়ার পরিসর নেই, অতএব বউটি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বাড়ির সামনে উঠোনে, তার সামনে একটা বলশালী ঝাঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে সেই ওঝা।

এই ওঝাকে আগে কোনও দিন দেখিনি—একটু রোগাপানা, কিন্তু চোখদুটো ঠিকরে বেরোচ্ছে চোখের কোটরের বাইরে। সেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা বউটির উদ্দেশে সে থেকে থেকে চিৎকার করে বলছে, "মারের এখনও হয়েছে কি? মেরে তোর পিঠ

ভেঙে দেব! বল, তুই যাবি কি না?"

--"না, যাব না, আমার ওপর অনেক অত্যাচার হয়েছে বাবা।"

বলে একটুও রেহাই দেয় না ছেলেটা—মদ খেয়ে এসে বাবা-মাকে অকথা-কুকথা বলবে, বউটাকে মারবে, এ তো আর সহ্য করা যায় না। "আজ আমার একদিন, আর ভোলার একদিন, কিছুতেই এ-বাড়ি ছেড়ে যাব না।"

ভোলা হল এই বউটির স্বামী, তাকিয়ে দেখি ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে দেখছে তার বাবার কাণ্ডকারখানা। মুখটা চুপসে গেছে ভয়ে। তার বাবা মারা গেছে তাও ক-বছর হয়ে গেল, হঠাৎ এতদিন কোথায় তক্কে তক্কে বসে ছিল, আজ হঠাৎ তার বউয়ের ঘাড়ে—

ভূত বিষয়ে আমাদের এক মাস্টারমশাই প্রায়ই বলেন, "ভূত বলে কিচ্ছু নেই। ও হল এক ধরনের হিস্টেরিয়া।" কিন্তু হিস্টেরিয়ার রোগী কি এরকম তেড়িয়া হয়ে কথা বলে?

লক্ষ করে দেখি, ইতিমধ্যে প্রচণ্ড মার খেয়েছে বউটি। মারের চোটে তার পিঠ রক্তারক্তি, মার খেয়ে গোঙাচ্ছে সেই অবস্থায়, আচ্ছন্নতার মধ্যে কীরকম তড়পে চলেছে সেই ওঝার উদ্দেশে। যদিও সেই কথাগুলোর একটুও আমাদের কাছে স্পষ্ট হচ্ছিল না, কিন্তু ওঝা নিশ্চয় বুঝতে পারছিল, তার গোঙানির উত্তরে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে চেঁচাতে লাগল, "যাবি না! তোর এত সাহস! জানিস তোর সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে? তোর যম!"

বলেই একটা ছড়া কাটতে শুরু করে, দ্রুতবেগে আদড়ে যাওয়া সেই ছড়ার দু-চারটে শব্দ যা আমাদের কানে আসছিল, তা এরকমঃ

শ্যাওড়া গাছে থাকিস যদি সপাং
চাঁপার ডালে থাকিস যদি সপাং
সাতখানা গাঁ পার হয়ে এই
কিস্টো ওঝা
হাজির যখন হয়েছে আজ
মেরেই তোরে করবে পাটলাস।

শ্যাওড়া গাছে থাকিস
যদি সপাং
চাঁপার ডালে থাকিস
যদি সপাং
সাতখানা গাঁ পার হয়ে
এই কিস্টো ওঝা
হাজির যখন হয়েছে
আজ
মেরেই তোরে করবে
পাটলাস।

বলেই সপাং সপাং করে সেই ঝাঁটা দিয়ে মারতে শুরু করল তার পিঠে। সেই মার দেখে আমারই শরীর খারাপ লাগতে শুরু করে, আর আমার পাশে আরও কতক মেয়ে-বউ দাঁড়িয়ে দেখছিল সেই দৃশ্য, তারা চোখমুখ কুঁচকে বলছিল, "আহা বেচারি! আননাটা মুখচোরা মেয়ে, আর ওর শ্বশুর কিনা ধরল ওকেই! কী মারটাই না খাচ্ছে!"

ক্রমে ভিড় বাড়তে শুরু করে, চারদিক থেকে নানা মন্তব্যও, তার মধ্যে ঝাঁটাপেটা চলছে নির্মমভাবে।

কিছুক্ষণ পর জেলে-বউ নেতিয়ে পড়ল মাটিতে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "যাব, যাব, চলে যাব।"

এতক্ষণে ওঝা-লোকটির মুখে বিজয়ীর হাসি। হাতের ঝাঁটাটি শূন্যে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, "যাবি না মানে! কিস্টো ওঝা যখন কেসটা নিয়েছে, তখন তার হাতেই তোর মৃত্যু।"

জেলে-বউ তখনও গোঙানো কণ্ঠস্বরে বলে চলেছে, "কিন্তু এও বলে যাচ্ছি, ভোলা যদি তান্ডাইমান্ডাই করে, তা হলে কিন্তু আবার আসবো।"

বলেই সেই নেতিয়ে পড়া বউটার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে বলল, "বল, কীভাবে যাবি? ওই শিরীষগাছটার

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

WWW. 8POURE .IN
INDIA'S FIRST ONLINE SAREE STORE'S SIGNATURE OUTLET
HELPLINE : 9830906302 / 9830424928 WHATSAPP : 9674678024
P8 TAGORE PARK, R.N TAGORE ROAD, KOLKATA 700056 (NEAR BARANAGAR METRO)
/POURE8 /8POURE
GET IT ON Google Play
Download on the App Store

ডাল ভেঙে যাবি? না জলভর্তি কলসি মুখে নিয়ে যাবি?”

ওঝার কথায় উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে যায়। আমি নিজেও খুব উত্তেজিত বোধ করি, কেন না এর আগে বহুবার শুনেছি গাঁয়ে ভূতে-পাওয়া লোকদের ঘাড় থেকে যখন ভূতেরা চলে যায়, যাওয়ার সময়টা নাকি রীতিমতো রোমহর্ষক। এমন নাকি হয় যে, ভূতরা যখন চলে যায়, অশথগাছের মস্ত ডাল ভেঙে পড়ে মড়মড় করে।

তার কথা শেষ না হতে পাশের বাড়ির একজন বউ কাঁখে করে নিয়ে এল একটা মাটির কলসি ভর্তি জল নিয়ে। সেই কলসি তার সামনে রেখে ওঝা বলল, “কাঁখে করে নে যাবি না! দাঁতে করে তুলে নে যাবি!

বিষয়টা নিয়ে ঘোর সন্দেহ ছিল আমার। ভূত ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়। হিস্টেরিয়া হলে কি মানুষ এরকম উল্টোপাল্টা বকে?

জেলে-বউ এবার বলল, “কলসি! কলসি!”

ওঝা তৎক্ষণাৎ ভিড়ের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল, “আই কে আছো! এক কলসি জল নে এসো!”

তার কথা শেষ না হতে পাশের বাড়ির একজন বউ কাঁখে করে নিয়ে এল একটা মাটির কলসি ভর্তি জল নিয়ে। সেই কলসি তার সামনে রেখে ওঝা বলল, “কাঁখে করে নে যাবি না! দাঁতে করে তুলে নে যাবি! এক পা, দু পা, তিন পা—ব্যস, তারপর যেন তোকে আর এদিগরে না দেখি!”

পরক্ষণেই যে দৃশ্য চোখের সামনে ঘটল, তা প্রায় অবিশ্বাস্য। নেতিয়ে পড়া জেলে-বউ উঠোনে বসে, তারপর সেই জলভর্তি কলসির কানা চেপে ধরল তার দু-পাটি দাঁতের মধ্যে। ভারী কলসিটা সত্যিই তুলে ধরল দাঁত দিয়ে, অবশ্য সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল না, একটু নুয়ে এগিয়ে গেল এক-দুই-তিন পা, তারপর কলসিসুদ্ধ দড়াম করে উল্টে পড়ল মাটিতে। কলসি ভেঙে চুরমার, সারা উঠোন জলে জলময়।

মাটিতে পড়েই জেলে-বউ একেবারে অজ্ঞান, তার দুই হাতে মুঠি লেগে গেল শক্ত করে, দু-চোখ বোজা, দাঁতে দাঁত লেগে শরীর স্থির।

সমস্ত উঠোনে তখন লোকে লোকারণ্য। কয়েকজন বউ তাকে ঘিরে ধরে তার মুখে দিতে শুরু করল জলের ঝাপটা। একের পর এক ঝাপটা দিতে কিছুক্ষণ করে বড়ো করে একটা শ্বাস ফেলল সেই জেলে-বউ। অমনি সমস্বরে সবাই বলল, “ও রে! জ্ঞান ফিরেছে! জ্ঞান ফিরেছে!”

তারও কিছুক্ষণ পর সে অতিকষ্টে উঠোনে বসল মাটিতে। বাকি বউরা তক্ষুনি ভিজে গোবর হয়ে যাওয়া তার শরীরটা ধরে ধরে নিয়ে গেল ঘরের ভিতর।

ওঝা তখন তার তর্জনী শূন্যে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, “আই যাও সব! কাছেপিঠে থাকবে না! এখনও তেনার আত্মা কিন্তু কাছেপিঠে আছে!”

বলতেই অমনি ভিড় পাতলা হতে শুরু করে।

আমরাও দ্রুত ঘরমুখো। যেতে যেতে মনে হচ্ছিল, কলসি-ভরা জল দাঁতে তুলে নিয়ে যাওয়া বেশ কষ্টকর, কিন্তু সে তবু সম্ভব। কিন্তু ভূতটা যদি বলত, শিরীষগাছের ডাল ভেঙে যাবে—সত্যিই কি পারত? ভূতটা বেশ চালাক আছে বলেই সহজ উপায়টা মেনে নিয়েছে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkaranannya.com

Authentic
Bengal Handlooms,
straight from
the Loom
A FIRM OF MORE THAN 100 YEARS
bnd
Biswambhar Nag Das & Co.
TANGAIL
BALUCHORI
DHONIAKHALI
SHANTIPURI
LILEN
MOTKA
BHAGALPURI
KOTKI
KANTHA
PRINT
BAHA
WHOLESELLER
ENQUIRY
033 22729030
Biswambhar Nag Das & Co:
67, Burtolla Street, Burrabazar, Kolkata 700007

পরান মাঝির পানসী

মফঃস্বল কলেজে পড়াতাম তখন, থাকতাম মেসে; শনিবার বিকালে থার্ড ইয়ার অনার্সের ক্লাসটা শেষ করেই দৌড়তাম বাস ধরতে। চল্লিশ মিনিট বাস জার্নির পর নদীর ঘাটে এসে খেয়া নৌকায় নদী পার করে কলকাতার বাস ধরতাম আমি আর সতীর্থ ইংরাজির প্রফেসর দিলীপ রায়। তারপর সোমবার খুব ভোরে আবার মোমিনপুর থেকে বাস ধরে খেয়া পেরিয়ে কর্মস্থলে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Follow us on :
www.shalimars.com
Shalimar's®
আপনার রান্নায়
প্রতিদিনের সঙ্গী খাঁটি সর্ষের তেল!
AGMARK-GRADE-1
Shalimar's
MUSTARD OIL
ঝাঁঝে ভরা স্বাদের খেল,
রান্নার রাজা
SHALIMAR'S সর্ষের তেল।
MUSTARD OIL
Net Quantity at 30°C
5 Litre (4550g.)
Also available on
amazon
Flipkart
METRO
spencer's
SastaSundar app
health & happiness
arambagh's FOOD MART
Reliance
more
bigbasket

সে অনেক কাল আগের ঘটনা। তখনও রূপ-নারায়ণ নদীর উপর পাকা ব্রিজ, সড়ক কিছুই হয়নি। খেয়া নৌকা করে নদী পারাপার করতে হত। যে জায়গার কথা বলছি সেটা বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি, তাই জোয়ারের সময় নদীতে ঢেউ খুব বেশি হয় আর পূর্ণিমা-অমাবস্যা আর কোটালের সময় তো কথাই নেই। তখন নদী আর সাগরের মধ্যে তফাৎ বিশেষ থাকত না।

অন্ধকারে নোংরা এবড়ো-খেবড়ো ভাঙাচোরা দু'পাটি দাঁত বের করে তাচ্ছিল্যভরে হাসল লোকটি, "কোথায় জোয়ার বাবু, ভাটা পড়তিছে, এমন কত কোটালের জোয়ারে পারাপার করলাম, এতো কিছু লয়, হাঁটু জল বাবু।"

মফঃস্বল কলেজে পড়াতাম তখন, থাকতাম মেসে; শনিবার বিকালে থার্ড ইয়ার অনার্সের ক্লাসটা শেষ করেই দৌড়তাম বাস ধরতে। চল্লিশ মিনিট বাস জার্নির পর নদীর ঘাটে এসে খেয়া নৌকায় নদী পার করে কলকাতার বাস ধরতাম আমি আর সতীর্থ ইংরাজির প্রফেসর দিলীপ রায়। তারপর সোমবার খুব ভোরে আবার মোমিনপুর থেকে বাস ধরে খেয়া পেরিয়ে কর্মস্থলে। দিলীপ-দা ছিলেন আমার সিনিয়র, উত্তর কলকাতার বাসিন্দা আর আমি থাকতাম মধ্য কলকাতার পার্ক সার্কাস অঞ্চলে।

সেদিনটা ছিল শনিবার; কি যেন পারিবারিক কারণে দিলীপ-দা ছুটি নিয়েছিলেন, তাই কলকাতা ফেরার পথে আমার কোন সঙ্গী ছিল না। ওদিকে সামনেই পরীক্ষা থাকায় দিনের শেষ ক্লাসটা একটু লম্বা টানতে হয়েছিল। তাই বেরোতে দেরী হয়ে গেল। নদীর ঘাটে এসে দেখলাম নদীতে ভরা জোয়ার আর মাঝিরা ঘাটে নৌকা বেঁধে রাস্তার ধারে বসা ওদের তালপাতার ছাউনের কুঁড়েতে শুয়ে-বসে বিবিধ ভারতীতে গান শুনছে। একজন মাঝি বুঝি আমার পায়ের আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এসেছিল, বলল, "বাবু, আজকের আর পারাপার করতে পারবেন নি, কোটালের ভরা জোয়ার তায় রাত হয়ে গেছে, দেখেন না নদী যেন রাগে ফুঁসছে; নৌকা আজ আর চলবে নি গো বাবু; ওদিকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে শহরের লাস্ট বাস ছেড়ে যাচ্ছে, বাড়ি ফিরে যান বাবু, কাল ভোরে ভোরে প্রথম বাস ধরবেন, ও পারের প্রথম বাসও পেয়ে যাবেন।"

আমি ঘাড় নেড়ে প্রায় স্বগতোক্তিতে বললাম, "তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমার যাওয়া খুব দরকার, বাড়িতে বিশেষ অসুবিধা আছে।" লোকটি আমার কথা না শুনেই তার তালপাতার ঝুগগিতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

নিরুপায় হয়ে ফিরে যাবার জন্য বাসের দিকে এগোচ্ছিলাম, এমন সময় কোথা থেকে একজন ঢ্যাঙা লম্বা 'খ্যাঙরা কাঠির মাথায় আলু' মত চেহারার, হাঁটুর উপরে খাটো ধুতি পরা আর মাথায় মাঝিদের মত একটা মলিন গামছা বাঁধা মানুষ আমার সামনে এসে স্থানীয় ভাষায় বলল,
"পারে যাবেন নাকি গো বাবু?"
আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। বললাম,
"যেতে পারবে মাঝি? এই ভরা জোয়ারে? ডবল ভাড়া দেব।"

অন্ধকারে নোংরা এবড়ো-খেবড়ো ভাঙাচোরা দু'পাটি দাঁত বের করে তাচ্ছিল্যভরে হাসল লোকটি,
"কোথায় জোয়ার বাবু, ভাটা পড়তিছে, এমন কত কোটালের জোয়ারে পারাপার করলাম, এতো কিছু লয়, হাঁটু জল বাবু।"

আমি শহুরে ছেলে, ওর কথায় খানিকটা ভরসা পেলেও পুরোপুরি সাহস পেলাম না, তবু একবার

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

অন্ধকার নদীর দিকে তাকিয়ে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করতে লাগলাম। দেখতে দেখতে কোথা থেকে আরও তিনজন লোক এগিয়ে এলো; বোধকরি ওরাও নদী পেরবার জন্য বাস স্ট্যান্ডের চায়ের দোকানে বসে অপেক্ষা করছিল। ওরা তিনজন এক পলক আমার পানে চেয়ে একে অন্যের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল।

ওদিকে ঢ্যাঙা লিকলিকে 'মাঝি'ও নিজের লিকলিকে সরু বুক চাপড়ে সাহস দিতে লাগল,
"চলেন কেনে বাবু, কোন চিন্তা নাই, পরাণ মাঝি থাকতেই ভয় কিসের?"

তিনজন নবাগতের মধ্যে একজন বলে উঠল,
"চলেন ক্যানে বাবু, পরাণ-দা যখন ভরসা দিচ্ছেন তখন আর কোন চিন্তা লাই।"
নবাগতদের আর একজনও বলল,
"এ অঞ্চলে পরাণ মাঝির নামে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়; নদীও সামলে ঢেউ তোলে বাবু।"
তৃতীয় জন বলল,
"চলেন বাবু চলেন, আমদেরও যাওয়া খুব দরকার, হাসপাতালে রুগী মর মর।"

মনে মনে আমিও ভাবলাম, বাড়িতে সবাই আমার ফেরার জন্যে মুখ চেয়ে বসে থাকবে। না গেলে ওদের চিন্তা বাড়বে—সারাটা রাত ওদের দুশ্চিন্তায় কাটবে।
ঘাটে নেমে দেখলাম নৌকাটা সাধারণ খেয়া নৌকা নয়—সামান্য ছোট আর সৌখিন দেখতে 'পানসি' টাইপ নৌকাটি। মনে মনে ভাবলাম,
'ভালই হয়েছে, শুনেছি ছোট নৌকা সহজে ডোবে না, মোচার খোলার মত ভেসে থাকে।'

শেষ পর্যন্ত দুগগা দুগগা বলে আমরা চারজন একে একে নৌকাতে উঠেই বসলাম। ঢ্যাঙা মাঝি জলে নেমে নৌকাকে সামান্য ঠেলে দিয়ে নিজেও উঠে শক্ত হাতে হাল ধরে বসে পড়ল। দেখতে দেখতে স্রোতের টানে তীরের মতো ছুটল নৌকা। এইবার নিজের সিদ্ধান্তে খুশি হয়ে পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বের করে আগুন জ্বালালাম। ওরা তিনজন ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে রাতের নদীর ঠাণ্ডা বাতাস থেকে বাঁচতে কোঁচার কাপড় মাথায় টেনে নিয়ে ঝিমোতে লাগল।

কিছু দূর দিয়ে একটা মালবওয়া মাঝারি আকারের স্টিমার দ্রুতবেগে উত্তর দিকে চলে গেল। ফলে নদীতে ঢেউয়ের আকারও বাড়তে লাগল।
আর একটু পরে নৌকা মাঝ নদীতে আসতেই এক এক পাহাড়ের মতো উঁচু ঢেউ এসে ধাক্কা মারতে লাগল নৌকাকে। ঢেউয়ের আঘাতে নৌকা কখনও ১০ ফুট ঢেউ-এর মাথায় আবার পর মুহূর্তে ১২ ফুট জলের নিচে ঢুকে যেতে লাগল। তখন মনে হচ্ছিল জলের একটা গভীর কুয়োর মধ্যে ঢুকে গেল আমাদের পানসী—চারিদিকে জল, মাঝখানে নৌকায় আমরা পাঁচজন মানুষ। আতঙ্কগ্রস্ত আমি একবার মাঝির দিকে তাকাই আর একবার আপাদমস্তক কাপড়ে মোড়া আমার তিন সাথীর দিকে তাকাই; কিন্তু মনে হল ওদের তিন জনের কোনো হুশ নেই, ঘোমটার বাইরে কি চলছে।

পরাণ মাঝিও মাঝে মাঝে ঢেউয়ের মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল, আবার কখনও বা পরাণ মাঝি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল আর থেকে থেকে একটা সম্পূর্ণ নর-কঙ্কালের অবয়ব দেখা যাচ্ছিল। সভ্যভাবে মনকে সান্ত্বনা দিলাম: পাহাড় প্রমাণ ঢেউ থেকে ছিটানো জলের পর্দার আড়ালে পরাণ মাঝিকে দেখতে ওরকম মনে হচ্ছে। মনকে বুঝালে কি হবে, ভয়ে আতঙ্কে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। আঙুল থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা পড়ে গেল জলে। এবার ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত আমি বার বার নিজের বোকামির জন্য আফসোস করতে লাগলাম।

নৌকা এভাবে কতক্ষণ মোচার খোসার মতো জলের উপর নিচে করেছে জানি না। চোখ খুলে তাকাতেও আমার ভয় করছিল অথবা সীমাহীন আতঙ্কেই বুঝি আমার দু'চোখ স্বাভাবিক ভাবেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এখন আফসোস করে আর কি হবে? ভয়ে, আতঙ্কে আমার চোখ বন্ধ হয়ে এলো। এমন সময় চোখ বন্ধ করে দুর্গা নাম জপ করা ছাড়া কি আর করা যায়? ওদিকে চেয়ে দেখলাম আমার তিন সাথী জড়াজড়ি করে নিঃশব্দে সাদা কাপড়ের আড়ালে বসে আছে—যেন প্রাণহীন শ্বেত পাথরের ডেলা, ঢেউয়ের দোলায় দুলছে। নৌকা এভাবে কতক্ষণ মোচার খোসার মতো জলের উপর নিচে করেছে জানি না। চোখ খুলে তাকাতেও আমার ভয় করছিল অথবা সীমাহীন আতঙ্কেই বুঝি আমার দু'চোখ স্বাভাবিক ভাবেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ খুব কাছ দিয়ে যাওয়া একটা ছোট স্টিমারের ভেঁপুর আওয়াজে আচমকা আমার চোখ খুলে গেল। সভ্যভাবে কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর এক ফালি চাঁদের ম্লান আলোকে চেয়ে দেখি মাঝি কোথায়? ঢেউয়ের দোলায় ছোট পানসী নৌকাটি মোচার খোসার মতো ভাসছিল। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, নৌকার খোলের মাঝখানে আতঙ্কগ্রস্ত আমি একা বসে আছি আর চারটি নরকঙ্কাল আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে দূরে নদী পারের শ্মশান থেকে খোল কর্তালের শব্দের তালে তালে দু'হাত হাত তুলে পরম উল্লাসে নাচছে আর অবোধ্য ভাষায় গান করছে।

হঠাৎ মনে হল, আমি ত সাঁতার জানি, তাহলে বসে আছি কেন? কিন্তু উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মাথাটা বন বন করে ঘুরে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে, আতঙ্কে টলতে টলতে নৌকার পাটাতনের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

তারপর কি ভাবে যে দশ মাইল দূরের ঘাটে গিয়ে নৌকা পৌঁছল আমি জানি না। কপালের কোন থেকে টন টন করে একটা ব্যথা অনুভব করছিলাম; স্বাভাবিকভাবেই হাত চলে গেল ওখানে, কপালের কেটে যাওয়া স্থান থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত জমাট বেঁধে নদীর বাঁধের মতো উঁচু হয়ে রয়েছে। আধো জাগা আধো স্বপ্নের মতো চারপাশে লোকজনের অস্পষ্ট কথাবার্তা কানে ভেসে আসছিল:

"বাপরে, পরাণ মাঝির আর এক শিকার অল্পের জন্য ফসকে গেল।"

"দারুণ বেঁচে গেছে ভদ্রলোক।"

"এটা নিয়ে পরাণ মাঝির চার নম্বর শিকার হয়ে গেল।"

"এবার অ-সফল হওয়াতে পরাণ মাঝি কিন্তু তক্কে তক্কে থাকবে—এবার কার পালা, ভগবান জানেন।"

"ভাগ্যে ভোরে ভোরে ইলিশ ধরার নৌকার নকুল মাঝির চোখ পড়েছিল মোচার খোলার মতো ভাসমান নৌকোটার পানে, তাই টেনে নিয়ে এলো এই পঞ্চমুণ্ডীর শ্মশান ঘাটে।"

"ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে নকুল-দা।"

নকুল মাঝির স্বর শুনতে পেলাম:

"আমি বাঁচাবার কে ভাই? যিনি হামেশাই বাঁচান তিনিই বাঁচিয়েছেন বাবুকে।"

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গর্বের
১২৫
বছর
১২৫ বছরের ঐতিহ্যে বিশ্বাস
রূপ, স্বাস্থ্য আর ঐতিহ্যের মেলবন্ধন
ঐতিহ্য শুধু সংরক্ষণ নয়, ব্যবহারেও হোক
স্থাপিত ১৩০৬
বগলা চরণ কুণ্ডু ®
ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন
Shyambazar Five Point
1 R.G.KAR ROAD, Kolkata, West Bengal 700004
WE HAVE NO BRANCH
7980603470
www.bagalacharankundu.com
WHOLESALE & CORPORATE ORDERS : 8910369560

নিশুতি রাতের সেই হাত

মাটির বাড়ির ওপরটাকে দোতলা নয়, কোঠা বালা হতো, যার ব্যবহার হতো স্টোররুম হিসেবে। কোঠার ছাদ নিচু হতো। অনয়ের বাবা ওপরের টিন নামিয়ে তালি বসান এবং ছাদের উচ্চতা বেশ কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যার দক্ষিণের জানালা টা বেশ বড় করে গ্রিল দেওয়া হয়। ফলে গরমের সময় সেই জানালা দিয়ে এমন অপূর্ব বাতাস বইতো যাতে মন প্রাণ একেবারে জুড়ে যেত।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

sprish
SHOP NOW
www.sprishstudio.com | Follow us on

অনয় খুব খুশি। আজ বসলাম অনয়ের আরেকটি, ঠিক ভৌতিক নয়, অতিজাগতিক ঘটনার কথা বলতে।

কারণ দুটি অদ্ভুত সাদা পাখি থাকতো ওই বেলগাছে, তাদেরও আর দেখা যায়নি। কিন্তু ১১ মাস পর ওই পাখি দুটি ফিরে আসে এবং ব্রহ্মদৈত্য মাঝরাতে শিবলিঙ্গে পূজো দিতে আসতো, তার খড়মের আওয়াজ পাওয়া যেত।

অনয়দের সুরুল নামক গ্রামের পৈতৃক বাড়ির নিচের তলাটা শুধু পাকা করা হয়েছিল। সিলিংটা আগের দিনের কাঠের করিবার্গা দেওয়া বেশ মজবুত থাকায় ওরা পুরো বাড়ি ভাঙার পরিকল্পনা বাদ দিয়েছিলেন। মাটির বাড়ির ওপরটাকে দোতলা নয়, কোঠা বালা হতো, যার ব্যবহার হতো স্টোররুম হিসেবে। কোঠার ছাদ নিচু হতো। অনয়ের বাবা ওপরের টিন নামিয়ে তালি বসান এবং ছাদের উচ্চতা বেশ কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যার দক্ষিণের জানালা টা বেশ বড় করে গ্রিল দেওয়া হয়। ফলে গরমের সময় সেই জানালা দিয়ে এমন অপূর্ব বাতাস বইতো যাতে মন প্রাণ একেবারে জুড়ে যেত।

কাকু এই জানলার পাশেই ঘুমোতেন, ফ্যান লাগতো না। নিচের দুটি ঘরের একটিতে অনয় ঘুমোতো মায়ের সঙ্গে, আর অন্য ঘরে দুই বোন। কিন্তু লোডশেডিং হলে হাতপাখা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে হতো সবাইকে। কাকু বলতেন, "তোমাদের হ্যাপা কত! লোডশেডিং ফ্যান, হাতপাখা, আর আমার শুধু জানালা জিন্দাবাদ! এক ঘুমে সকাল"। বরং ভোরের দিকে গায়ে চাদর দিতে হতো।

অনয়দের এই বাড়ির খোলা উঠোনের দক্ষিণে একটা বড় পুরোনো বেলগাছ ছিল। গাছের নিচে পাথরের বেদীতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ষষ্ঠ পুরুষ ফাল্গুনী ভট্টাচার্য্য এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শিবলিঙ্গের ওপরে সুন্দর মন্দির ছিল, কিন্তু ২/৩ পুরুষ আগে ভূমিকম্পে ভেঙে যায়। আর নাকি ভূমিকম্পের ২ ঘণ্টা আগে ৬/৭ ফুটের ধবধবে সাদা এক গোখরো সাপ ওই মন্দির থেকে বেরিয়ে চলে যায় এবং একরকম অদৃশ্য হয়ে যায়। যারা প্রত্যক্ষ দর্শী ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি সাপের মাথায় হালকা নীলচে আলো ছড়ানো একটি মণি দেখেছে। কিন্তু যারা এই সাপটিকে দেখেছিল, তারা পরে সবাই নাকি অন্ধ হয়ে যায়। প্রবাদ ছিল, ওই শিবের প্রথম পূজারী ব্রহ্মদৈত্য হয়ে ওই বেলগাছে আর কখনো সাদা সাপ হয়ে মন্দিরে বসবাস করতো।

সাপ চলে যাওয়ার পর মন্দির ভেঙে যাওয়ায় সবাই ভেবেছিল ব্রহ্মদৈত্য চলে গেছে। কারণ দুটি অদ্ভুত সাদা পাখি থাকতো ওই বেলগাছে, তাদেরও আর দেখা যায়নি। কিন্তু ১১ মাস পর ওই পাখি দুটি ফিরে আসে এবং ব্রহ্মদৈত্য মাঝরাতে শিবলিঙ্গে পূজো দিতে আসতো, তার খড়মের আওয়াজ পাওয়া যেত। তিনি কিন্তু অন্য কোনো গাছে থাকতে শুরু করেন। ১১ মাস থেকে চলে যেতেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার ফিরে এসেছিলেন ১২ বছর পর। কিন্তু যখন তার আগমন ঘটতো, গ্রামের মানুষদের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হতো। কারণ সেই সময় যাদের বাড়িতে অনাচার, ভ্রষ্টতা, অত্যাচার—এসব চলতো, ব্রহ্মবাবা তাদের কঠোর শাস্তি দিতেন। প্রথমে এক্সিডেন্টের মাধ্যমে হাত-পা ভাঙতো। বাবার যাওয়ার দিন যত এগিয়ে আসতো, ততই শাস্তির মাত্রা কঠিন হত। মানুষ না শুধরালে শেষ ২ মাসে তিনি মৃত্যুদণ্ডও দিয়ে দিতেন। এ সব গল্প কথার একটা ভয়ঙ্কর শঙ্কা থাকতো। তাই ব্রহ্মবাবার খড়মের শব্দ পেলেই সবাই অনেক সংযত হয়ে চলতে শুরু করতো।

ব্রহ্মবাবা মানুষের মন-কর্ম সব দেখতে পেতেন। তাই

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

AGMARK - GRADE - 1
POWERED BY SHALIMAR'S PURITY STANDARD
যতদিন রন্ধন
অটুট এ বন্ধন...
শালিমার®
CHEF
শেফ্ মশলা
CUMIN POWDER STANDARD GRADE
Shalimar's®
CHEF
Spices
AGMARK
Cumin Powder
A PRODUCT OF INDIA
TURMERIC POWDER COARSE GROUND STANDARD GRADE
Shalimar's®
CHEF
Spices
Net Wt. 500g.
AGMARK
Turmeric Powder
A PRODUCT OF INDIA
RED CHILLI POWDER STANDARD GRADE
Shalimar's®
CHEF
Spices
Net Wt. 500g.
AGMARK
Red Chilli Powder
A PRODUCT OF INDIA
CORIANDER POWDER STANDARD GRADE
Shalimar's®
CHEF
Spices
Net Qty: 500g.
AGMARK
Coriander Powder
A PRODUCT OF INDIA
শালিমার কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯২ ই, আলিপুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭

সেই হিসেবে শাস্তি নির্ধারিত হতো। লোকেরা জল্পনা কল্পনা করতো যে ব্রহ্মবাবা কাকে কী শাস্তি দিতে পারেন! তবে এ কথা ঠিক, ওনার ভয়ে অনেক মানুষ শুধরে গিয়েছিল।

বেলগাছের নিচের শিবলিঙ্গের নাম শ্বেতাম্বর শিব। অনয়রা গ্রামে থাকুক বা না থাকুক, গ্রামের লোকেরা প্রতিদিন এখানে পূজো দিত। কেউ প্রতিদিন, কেউ প্রতি সোমবার পূজো দিত। আবার যার মানত পূর্ণ হতো, সে সাড়ম্বরে পূজো দিয়ে ওই উঠোনে লোকজন খাওয়াত। তাই অনয়দের বাঁশের বেরা দেওয়া উঠোনটা গ্রামের লোকেরাই পরিষ্কার রাখতো! গরমের ছুটিতে যখন অনয়রা গ্রামে ১ মাস থাকতো, তখন কাকু ও অনয় চান করে ভিজে কাপড়ে নিত্য পূজো করতো ওই শিবের। অনয়ের পৈতে হওয়ার পরে সে পূজোর অধিকার পেয়েছিল। নয়তো পৈতে ছাড়া ব্রাহ্মণ মহিলারা, চামার ও মেথর এই দুই জাতির লোকেরা এই শিবের পূজো দিতে পারতো না। বাকিদের খালি পেটে স্নান করে ভিজে কাপড়ে পূজো দিতে হতো।

তেমনি সেবারও গেছে অনয়রা গরমের ছুটিতে গ্রামে। অনয়ের বয়স ১৩/১৪ তখন। ও একদিন শুনলো বিমল কাকু তার বাবাকে বলছে যে ব্রহ্মবাবা নাকি এসেছেন আজকাল, তার খড়মের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে মধ্যরাতে। আর শিবস্থানটি সকালে ধোয়া পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু কোনো ফুল বা বেলপাতা কখনও দেখা যায় না। আর অতি আশ্চর্যের ব্যাপার, এখনো নাকি ব্রহ্মবাবা আসার সময় ওই অদ্ভুত পাখি দুটোও এসে বাসা বাঁধে ওই বেলগাছে। পাখি দুটো পুরো সাদা, চোখ লাল আর নীল রঙের ঝুঁটি। এরা কী পাখি কেউ নাকি চেনেনা। বিমল কাকু অনয়ের বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, সে পাখি দুটিকে দেখেছে কিনা আর মাঝরাতে খড়মের আওয়াজ পেয়েছে কিনা! কাকু না বলে তবে হিসেব করে বলেন যে এর আগে ব্রহ্মবাবা এসেছিলেন যখন অনয় সবে হাঁটতে শিখেছে। অতএব তার আসার সময় হয়েছে।

এরপর তারা দুজনে বেলগাছের নিচ থেকে পাখি দুটিকে অনুসন্ধান করে। তারা একটি পাখিকে দেখতে পায় এবং নিশ্চিত হয় যে ব্রহ্মবাবা এসেছেন। বিকেলে অনয় বাবাকে জিজ্ঞেস করে ব্রহ্মবাবা ও আশ্চর্য পাখি দুটির কথা, মন্দির, সাদা সাপ ইত্যাদি সব কথা জানায়। শুনে অনয়ের এডভেঞ্চার প্রিয় মন অতি উৎসাহিত হয়ে ওঠে। সময় পেলেই পাখি দুটিকে দেখতে থাকে। কী পাখি ওরা? ঝুঁটি টা যেনরবার দিয়ে বাঁধা নীল একগুচ্ছ চুল আর সাদা শরীরটা কিছুটা পায়রা, কিছুটা প্যাঁচার মতো দেখতে! ওরা কী খায়, খেয়ে না—বুঝতে পারে না অনয়। সে ঘর থেকে মুড়ি, রুটি, চাল-ভাত এসব দিয়ে দেখলো ওরা খায় না। এক সোমবার দেখলো পাখি দুটো শিবের প্রসাদ খাচ্ছে। তারপর অনয় পাখি দুটির জন্য বাতাসা, নকুলদানা, কলা ইত্যাদি শিবের কাছে রেখে দিত—পাখিরা এসে খেয়ে যেত! কিন্তু প্যাকেটে না থাকলে কিছু ছুঁয়েও দেখে না।

আজকাল অনয় শিবের পূজো করে খুব মন দিয়ে, অনেকক্ষণ ধরে। ওর খুব শ্রদ্ধা জন্মেছে। রাত্রিতে মায়ের পাশে মটকা মওরে মাঝরাত পর্যন্ত জেগে থেকে খড়মের আওয়াজ শোনে। ওর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ভাবে, কেমন দেখতে ওই ব্রহ্মবাবা? কেমন করে পূজো করেন তিনি? বেলগাছ থাকতেও কেন তিনি বেলপাতা, ফুল দিয়ে পূজো করেন না? ভাবে, কোঠা ঘরে বাবার ওই জানলাটা যদি পাওয়া যেত, তবে ওখানে বসে সে সব দেখতে পারতো! অনয় ওপরে শোয়ার বাহানা খুঁজতে থাকে।

শেষে একদিন লোডশেডিং হলে সে বায়না ধরে সেও বাবার সঙ্গে ওপরে শোবে। অতএব কাকু ওর বিছানা নিয়ে গিয়ে জানলার পাশে ওর বিছানা করে দেয়! খুশি হয়ে যায় অনয়। ফুর্ ফুর করে হাওয়া দিচ্ছে। অনয়ের চোখ ভারী হয়ে আসছে ঘুমে। কিন্তু ঘুমোলে তো চলবে না! মাঝরাত পর্যন্ত জাগতেই হবে। ওদিকে বাবা যাতে কিছু বুঝতে না পারে, সেটাও দেখতে হবে। অনয় ঘুমের ভান করে। কিছুক্ষণ পরে বাবা হালকা নাক ডাকতে শুরু করে। অনয় আস্তে করে উঠে বসে এবং জানলায় মুখ লাগিয়ে দেখে কতটা দেখা যাচ্ছে। দেখলো রাস্তা, গাছ, শিব-বেদি

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সবই দেখা যাচ্ছে, তবে খুব আবছা। বাইরের বাল্বটা জোরদার হলে সব ভালো দেখা যেত! কিন্তু মাঝরাত ছাড়া ব্রহ্মবাবা আসবেন না। অতএব অনয় শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে। কিন্তু কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে, নিজেই জানে না। একেবারে সকালে ঘুম ভাঙে যখন বাবা ডেকে তোলে! একটা রাত বেকার চলে যায়! আবার আজ যদি লোডশেডিং না হয়! কোন বাহানায় ওপরে যাবে? অনয় খুব ভেবে চিন্তে পদক্ষেপ নিতে শুরু করে।

প্রথমে একটা বেশি পাওয়ারের বাল্ব কিনে পুরোনো বাল্বটা পাল্টে দেয়। সবাইকে বলে, পুরোনো বাল্বটা লুস হয়ে গেছিল, তাই সিঁড়ি লাগিয়ে সে ঠিক করে দিয়েছে। এরপর ভাত খেয়ে, দুপুরে যে ছেলে কশ্মীন কালে ঘুমায় না, সে কাশির ওষুধ খেয়ে একটা লম্বা ঘুম নেয়। কিন্তু রাত্রিতে লোডশেডিং হচ্ছে না দেখে ওপরে জানলার পাশে সে কাল ভালো ঘুম হয়েছে—এসব বলে বাবাকে পটাতে থাকে যাতে বাবা সেদিনও তাকে শুতে নেন! শেষে পারমিশন পেয়ে, বাবা কাশছিলো বলে কফসিরাপ একটু বেশি করে খাইয়ে দেয়। ওপরে গিয়ে জানলার পাশে সে শুয়ে পরে। যথারীতি কাকু ঘুমিয়ে পড়লে সে জানলা দিয়ে দেখে ১০০ পাওয়ারের বাল্বে ঝকমক করছে চারিদিক। সে শুয়ে অপেক্ষা করে। সেদিন তার মোটেই ঘুম আসবে না, জানে!

তখন রাত্রি দেড়টা। খড়মের আওয়াজে ধরফর করে উঠে বসে অনয়। জানলা দিয়ে বিস্ফারিত চোখে দেখে ব্রহ্মবাবাকে। উরিব্বাস! কী লম্বা! পরেছে সাদা ধুতি, ন্যাড়া মাথায় বড় একটি টিকি। হাতে কমন্ডুলু। লম্বা লম্বা পায়ে হেঁটে মুহূর্তে পৌঁছে গেলেন শিব স্থানে। অনয় উদগ্রীব হয়ে দেখতে থাকে। দেখে ব্রহ্মবাবা শিবলিঙ্গের পাশে একটি নীলচে আলো জ্বালালেন, কীভাবে বোঝা গেল না। তারপর পাখি দুটো গাছ থেকে বেলপাতা মুখে করে নেমে এলো। আবার গিয়ে নিয়ে এলো। এভাবে কয়েকবারে

অনেকগুলি বেলপাতা এনে জড়ো করলো তারা। তারপর অন্যাদিকে উড়ে গিয়ে একটু দেরি করে সাদা একটি ফুল এনে রাখলো। ফুলটা কিন্তু অনয় চিনতে পারলো না! পাখিরা যতক্ষণ এসব আনছে, ততক্ষণে ব্রহ্মবাবা কমন্ডুলুর জলে গোটা বেদিটা ভালো করে ধুলেন। তারপর শিবলিঙ্গের মাথায় বেশ কিছুক্ষণ জল ঢাললেন—একটি কমন্ডুলু থেকে এত জল! তিনি জল দিয়ে বেলপাতা ও ফুলও ধুলেন। শেষে অঞ্জলি ভারে বেলপাতা ও ফুল শিবের মাথায় দিতেই শিবলিঙ্গ দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল! আশ্চর্য হয়ে দেখলো অনয়, ফুল-বেলপাতা সব ভেতরে ঢুকে গেল এবং সেখান থেকে একটি সাদা জ্যোতি বের হতে লাগলো।

অনয় কিন্তু ওই বিষয়ে কাউকে কিছু জানায় নি। কয়েক বছর পরে যখন সে দেখে যে ব্রহ্মবাবা তার কোনো ক্ষতি করেন নি এবং ১১ মাস পরে ফিরেও গেছেন, তখন সে সাহস করে বাড়িতে সব কথা জানায় এবং পরে আমাদেরও।

ব্রহ্মবাবা আরও দুইবার ফুল-বেলপাতা দুইহাতে অর্পণ করলেন। সব ভেতরে গেলে তিনি শিবের সামনে আসন করে বসে ধ্যানস্থ হলেন। পাখি দুটো কিন্তু অনেকক্ষণ থেকে ওনার কপরে বসছে, নামছে। অনয় এতটাই আত্মমগ্ন হয়ে গেছিলো যে সে নিষ্পলক হয়ে দেখে যাচ্ছে। এবার ব্রহ্ম আত্মা জুড়ে যাওয়া শিবলিঙ্গের মাথায় হাত বুলিয়ে কিছু যেন তরল মতো মাথায় মেখে নিলেন, আর পাখি দুটোকেও দিলেন—তারা আবার সেটা খুঁটে খুঁটে খায়। ব্রহ্মবাবা কমন্ডুলু হাতে পেছন ফেরেন। পাখি দুটো গাছে উড়ে যায়। তিনি মুহূর্তে জানলার নিচে চলে আসেন এবং হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন। তিনি ওপর দিকে চেয়ে একটি লম্বা হাত বাড়িয়ে দেন অনয়ের দিকে। আর ঠিক তক্ষণিক জানলার দরজা দুটো বিকট শব্দে বন্ধ করে দেয়। সেকেন্ডের গ্যাপ ছিলো, নয়তো ওই লম্বা হাত অনয়কে ধরে ফেলতো! ওপরে দেখার সময় তার চোখ দুটো ভাটার মতো জ্বলছিল—দেখেছে অনয়। সে ভয়ে ভেতর থেকে কেঁপে ওঠে। জানলা বন্ধ হওয়ার পর শুয়ে শুয়ে নিজের হার্টবিট যেন শুনছিল। ওদিকে জানলা বন্ধ হওয়ায় গরমে বাবা উসখুস করতে শুরু করে! হয়তো উঠে জানলা খুলে দেবে! আর সেও বকা খাবে!

অনয় উঠে নিচে চলে যায় এবং মাকে ডেকে বলে ওপরে শীত করছিল, বলে মায়ের পাশে শুয়ে পড়ে। সারারাত্রি অনয় ভয়ে, ভাবনায় ঘুমোয় নি। ব্রহ্মবাবা রাগী—সবাই জানে! এখন তার কপালে যে কি আছে! অনয় বাকি রাত একবার ব্রহ্মবাবার কাছে মনে মনে ক্ষমা চায়, তো একবার শিবের কাছে প্রার্থনা করে তাকে বাঁচানোর জন্য! পরের দিন থেকে অনয় খুব মন দিয়ে শিবের পূজো করে অনেকক্ষণ ধরে। ভয়ে ভক্তি বেড়ে যায়।

গরমের ছুটি শেষে ওরা সবাই ফেরে। অনয় কিন্তু ওই বিষয়ে কাউকে কিছু জানায় নি। কয়েক বছর পরে যখন সে দেখে যে ব্রহ্মবাবা তার কোনো ক্ষতি করেন নি এবং ১১ মাস পরে ফিরেও গেছেন, তখন সে সাহস করে বাড়িতে সব কথা জানায় এবং পরে আমাদেরও। এমন একটা দুঃসাহস করাতে অনয়কে কাকুরা বকেছিলেন এবং বলেছিলেন যে সে ওই বংশের একমাত্র বংশধর বলেই হয়তো শ্বেতাম্বর শিব তাকে রক্ষা করেছেন। খুব বাঁচা বেঁচে গেছে সে। অনয় তখন বলেছিল, ১২ বছর পরপর যখন ব্রহ্মবাবার আসার সময় হবে, সে বাড়ি যাবে না ১ বছর করে। সে বছরগুলো মার্ক দিয়ে রেখেছিল। এইতো গত বছরই ছিল ব্রহ্মবাবা আসার বছর। জিজ্ঞেস করাতে অনয় বলেছিল, সে যায়নি গ্রামে, আর ওই সময়ে জীবনে কোনো দিন যাবেও না। অনয়ের এখনো নাকি ওই লম্বা হাত আর জ্বলন্ত চোখের কথা ভাবলে ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Peerless™ | Hospital

1 OUT OF 20 WOMEN HAVE A CHANCE OF BREAST CANCER

EARLY DETECTION CAN CURE CANCER

One Stop Breast Cancer Screening

- BILATERAL MAMMOGRAPHY (Age > 40)
- BILATERAL BREAST ULTRASOUND
- RADIOLOGY CONSULTATION
- BREAST ONCOLOGY SURGEON CONSULTATION

5000 INR

Cancer Screening Package Female

- COMPLETE BLOOD COUNT
- HbA1c, ▪ CREATININE
- LIVER FUNCTION TEST
- CHEST X-RAY, ▪ COLPOSCOPY
- STOOL FOR IMMUNOCHEMICAL TEST (FIT)
- CERVICAL SMEAR (PAP)
- BILATERAL MAMMOGRAPHY (Age > 40)
- USG WHOLE ABDOMEN SCREENING
- DOCTOR CONSULTATION (Gynae Oncology)
- DOCTOR CONSULTATION (Medical Oncology)

8999 INR

Cancer Care Helpline - 8981119950

360 Panchasayar, Kolkata-700094
Appointment cell: 033 40333333

Website: www.peerlesshospital.com

রক্তের দাগ

বন্ধু বান্ধবদের দেখাদেখি বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হয়েছি। কিন্তু ফিজিক্স কেমিস্ট্রি কিছুই মাথায় ঢুকছে না। তার উপর নতুন পরিবেশে নিজেকে খুব একটা খাপ খাওয়াতেও পারছিলাম না। সব মিলিয়ে মনের দিক দিয়ে ভেঙে পড়েছিলাম। আমার অবস্থা দেখে বাবা একদিন বলল, ‘যা মনি ক’দিনের জন্য কোথাও ঘুরে আয়। মনটা ভাল লাগবে।’ গুরুগম্ভীর বাবা যে এমন রেয়াত দেবেন ভাবতেই পারিনি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আমি সবে তখন মাধ্যমিক পাশ করে কলেজে উঠেছি। বয়স ষোলো হবে। বন্ধু বান্ধবদের দেখাদেখি বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হয়েছি। কিন্তু ফিজিক্স কেমিস্ট্রি কিছুই মাথায় ঢুকছে না। তার উপর নতুন পরিবেশে নিজেকে খুব একটা খাপ খাওয়াতেও পারছিলাম না। সব মিলিয়ে মনের দিক দিয়ে ভেঙে পড়েছিলাম। আমার অবস্থা দেখে বাবা একদিন বলল, 'যা মনি ক'দিনের জন্য কোথাও ঘুরে আয়। মনটা ভাল লাগবে।'

গুরুগম্ভীর বাবা যে এমন রেয়াত দেবেন ভাবতেই পারিনি।

বাবাকে আমার কখনো কখনো অন্তর্যামী মনে হয়। মনের সব গোপন কথা বাবা যেন চোখ দেখে বলে দিতে পারে।

বাবা ওকে সাধু বলে ডাকত। একদিন অসুস্থ শরীরে ফর্সা এক কিশোরকে নিয়ে সাধু কাকা আমাদের বাড়ির বারান্দায় এসে বসে রইল। বাবা বলল, 'কি হল সাধু, শরীর খারাপ নাকি; আর সাথে এ কে ?'

দেখতে দেখতে পুজোর বন্ধ এসে গেল। পুজোর বন্ধ ঘোষণার দু তিনদিন আগে এক সকালে আমি বাবার ঘরে ঢুকে বললাম, 'বাবা তুমি যে সেদিন বলেছিলে...'

- কি বলেছিলাম ?

-ওই ঘুরতে যাওয়ার কথা।

- তা, যা না। কোথায় যাবি ঠিক করেছিস কিছু ?

আমি এ কদিন ভেবে ভেবে ঠিক করেই রেখেছিলাম। বললাম, 'রাঙা পিসির বাড়ি।'

বাবা বলল, 'সে তো অনেক দূর। ট্রেনে যেতে হবে। পারবি একা যেতে, না মানিক'কে বলব তোকে ছেড়ে আসতে ?'

মানিক বাবার অফিসের পিয়ন। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক। ছোটবেলা থেকেই আমাদের বাড়ির সাথে ঘনিষ্ঠতা। তার বাবা আমাদের বাসায় বাঁশ বেতের কাজ, পুকুর পরিষ্কার, এসব করত। বাবা ওকে সাধু বলে ডাকত। একদিন অসুস্থ শরীরে ফর্সা এক কিশোরকে নিয়ে সাধু কাকা আমাদের বাড়ির বারান্দায় এসে বসে রইল। বাবা বলল, 'কি হল সাধু, শরীর খারাপ নাকি; আর সাথে এ কে ?'

সাধু কাকা বলল, 'আমার পুলা। ওরে আফনার কাছে সমঝাইতে আইছি। আমার কখন কী হয় ঠাকুর জানে।'

বাবা বলল, 'ওর বয়স কত হয়েছে ?'

সাধু কাকা হাতের তালুতে আঙ্গুল দিয়ে গুনতে শুরু করল।

ছেলেটা তার বাবার দিকে অল্পক্ষন তাকিয়ে মিনমিনে গলায় বলল, সতেরো।

বাবা বলল, কী নাম তোমার?

- মানিক।
- ঠিক আছে মানিক, তুমি আপাতত আমার বাড়িতে থেকে যাও। বাজার হাট করবে আর আমার ছেলেটাকে দেখে রাখবে।

সেই থেকে মানিকদা বছর তিনেক আমাদের বাড়িতেই ছিল। তারপর বাবা সুযোগ বুঝে ওকে নিজের অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছিল ।

চাকরি পাওয়ার পর মানিকদা আমাদের পাড়াতেই একটা বাড়িতে ভাড়া নিল । কিন্তু দিনে দু-তিনবার আমাদের বাড়িতে সে আসবেই।

আমি বয়সে মানিকদা থেকে সাত-আট বছরের ছোট। কিন্তু আমাদের বাড়িতে তিন বছর থাকার সময় আমার ছায়া সঙ্গী হিসেবে ছিল। সে থেকেই আমার সাথে তার একটা ভীষণ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। মানিকদার মনটা একটা ছোট্ট শিশুর মত। সাদা বক তার খুব প্রিয়। বক দেখতে সকাল সকাল পুকুর পাড়ে গিয়ে বসে থাকত। প্লেনের শব্দ পেলেই এক দৌড়ে উঠনে। সাথে আমাকে চিৎকার দিয়ে ডাকা ।

কিন্তু মানিকদা'কে সাথে নিয়ে রাঙা পিসির বাড়িতে যাওয়ার কথায় আমি না করলাম। আমার মনে হল এখন আমি বড় হয়ে গেছি। এখন থেকে একা একা একটু আধটু ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস করা উচিত। তাই বাবাকে বললাম, 'না বাবা থাক আমি একাই যেতে পারব।'

বাবা বলল, 'তাহলে ঠিক আছে আমি তোর রাঙা পিসিকে খবর পাঠাচ্ছি তুই যাচ্ছিস।'
- ঠিক আছে বাবা।

পরের সপ্তাহে পুজোর বন্ধ শুরু হয়ে গেল। আমিও বন্ধ শুরু হওয়ার পরের দিনই রাঙার বাড়িতে যাওয়ার জন্য ট্রেনে চেপে বসলাম। মানিকদা আমাকে ছাড়তে স্টেশনে এসেছিল। বারবার বলছিল, 'পারবি তো মনি ? একা কোথাও যাসনি এর আগে। সাবধানে যাবি। কেউ কিছু দিলে খাবি না। টাকা পয়সা ভেতরের পকেট রাখবি।'

ট্রেন ছাড়ার আগে মানিকদা কামরা থেকে নেমে আমার জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। ট্রেনের চাকা ঘুরতেই আমি হাত নাড়লাম। মানিকদাও হাত দেখাল। আমি জানালা দিয়ে দেখলাম ট্রেনটা যতক্ষণ দেখা যাচ্ছে মানিকদা ততক্ষণ প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে।

ছোট স্টেশন কাশিপুর। ট্রেনের একটা বগিই শুধু প্লাটফর্মে জায়গা হয়েছে। একটা ঘুপচি দোকানে চা বিস্কুট পান বিড়ি বিক্রি হচ্ছে। আর আছে একটা খদ্দের বিহীন ভোজনালয়। গামছা লাগিয়ে দোকানি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে, 'আসুন আসুন দাদাবাবু গরম গরম ডাল ভাজা ডিমের ঝোল আছে'- বলে ডেকে উঠল।

বেলা তখন অনেক হয়েছে। সেই কোন সকালে ট্রেনে চড়েছি। ক্ষুধায় পেটে ইঁদুর ডন বৈঠক দিচ্ছে। কিন্তু এখানে এখন খাওয়ার কোন মানে হয়না। কারণ স্টেশন থেকে রেল লাইন ধরে হাঁটলে রাঙার বাড়ি পনেরো বিশ মিনিটের পথ হবে। এপথ আমার অজানা নয়। বাবার সাথে এ রাস্তা দিয়ে বহুবার রাঙা পিসির বাড়ি এসেছি।

রেললাইনের পাশের বাড়ি গুলোর বোধহয় কোনো পরিবর্তন হয় না। ছোটবেলা থেকে যেভাবে দেখে আসছি আজও সেভাবেই আছে। পরিবারগুলোও বদলায়নি। কেউ রিটায়ার করলে তার ছেলেপুলেরা চাকরিতে ঢুকে যায়। ফলে কলোনির লোকজনের খুব একটা এদিক সেদিক হয়না। এখানের লোকগুলো খুব মিশুক। আমাকে প্রায় সবাই চেনে।
রেল লাইন ধরে আমাকে হাঁটতে দেখে এ বাড়ি সে বাড়ি থেকে অনেকেই হাত দেখাল ।

রাঙাপিসি আমাকে দেখে আহ্লাদে আটখানা। ছোটবেলা থেকেই আমাকে ভীষণ স্নেহ করেন। বাবা থেকে বয়সে বেশ বড়। ষাটের কাছাকাছি হবে বয়স। পিসেমশাই রেলে চাকরি করতেন। এখন পিসতুতো ভাই করে। ফলে আগের কোয়ার্টারেই আছেন। বাপ মা আর বেটা এই তিন মিলে সংসার। ছেলের এখনো বিয়ে শাদী করাননি। পাত্রী দেখছেন হন্নে হয়ে । কিন্তু এক মায়ের এক ছেলে তাই বাচবিচার বিস্তর।

পিসেমশাই বারান্দায় বসে পানের বাটা সাজাচ্ছেন। সন্ধে হলেই বাটা ভর্তি পান নিয়ে ক্লাবঘরে তাস

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

As seen in
SHARK TANK INDIA
SEASON 4
Introducing
Nutriplates
by nanighar®
POWERED BY
Shalimar's®
nanighar®
nanighar®
nanighar®
nanighar®
Launching soon!

খেলতে যাবেন। ফিরতে ফিরতে রাত হবে। এই আড্ডায় বুড়ো জোয়ান সব একাকার। দু-একজন নেশাখোর যে নেই তা নয়। পিসেমশাই অবশ্য নেশা করেন না। এক খিলি জর্দা পান হলেই চলে যায়।

আমাকে দেখেই তর্জন গর্জন শুরু করলেন, 'শরীরের এই কী হাল বানিয়েছিস ? খাওয়া-দাওয়া করিস না ? এটুকু পথ আসতে হাঁফিয়ে উঠেছিস !'

এধরনের চিল্লাচিল্লি তাঁর অভ্যাস।

আমি কিছু বলতে যাবার আগেই রাঙ্গা হাত ধরে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

- বস বাবা বস। কত দিন পর এসেছিস। হাতমুখ ধুয়ে নে, আমি ভাত বাড়ছি।

আমি কুয়োর দিকে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, 'ফুলদা কোথায় ?'

ফুলদা মানে রাঙাপিসির ছেলে।

রাঙা বললেন, 'একটু আগে ভাত খেয়ে আবার স্টেশনে গেছে। তুই আসবি জেনে খুব খুশি হয়েছে।'

আমি ভাত খেয়ে একটু জিরিয়ে নিতে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। কখন চোখ লেগে গেছিল বলতে পারিনা। চোখ মেলে দেখি রাত আটটা বাজে।

পাশের বিছানায় ফুলদা শুয়ে আছে। একই ঘরে দুটো সিঙ্গেল খাট। একটা পড়ার টেবিল দুটো বেতের চেয়ার। একটা আলনাও আছে অবশ্য। ওটাতে সব ফুলদার কাপড়চোপড়। তবে ব্যাচেলারদের ঘর যেভাবে থাকে সেভাবে নয়। কাপড়চোপড় গুলো সব পরিপাটি করে আলনায় সাজানো।

ফুলদা গলা পর্যন্ত একটা কম্বল টেনে শুয়ে আছে। আমি আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠলাম। আমার ওঠার শব্দ পেয়ে ফুলদা জিজ্ঞেস করল, 'কিরে মনি সব ঠিক আছে ? রাস্তায় কোন অসুবিধে হয়নি তো ?'

সন্ধের সময় আকাশটা মেঘলা করে এলো। কাল শুনেছিলাম কোনদিকে নাকি নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। ফুলদা নাইট ডিউটিতে যাওয়ার আগে সাহস দিল, 'ভয় পাস না মনি, তাড়াতাড়ি খেয়ে টিভি দেখে শুয়ে থাকিস।

- অসুবিধে হবে কেন ? আমি কি আর সেই ছোট্ট মনি ? কলেজে পড়ি, কলেজ।

ফুলদা হো হো করে হেসে উঠল।

দুদিন পর হঠাৎ দুপুরবেলা পিসেমশাইর কাছে খবর এলো যে তার বড় ভাইর নাকি হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। ম্যাসিভ অ্যাটাক ।

পিসেমশাইয়ের ভাই থাকেন মাইজগ্রাম। অজপাড়াগাঁ। সেখান থেকে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাবার জোগাড় যন্ত্র করতে করতেই রোগী অক্কা পেয়েছে। খবর শুনে পিসেমশাই রাঙাপিসিকে নিয়ে পাগলের মতো ছুটে বাসস্ট্যান্ডের দিকে গেলেন। রাঙা যেতে যেতে বলে গেলেন, 'তোরা দু ভাই মিলে ঘর দেখিস। আজ আর ফিরতে পারব বলে মনে হয় না।'

ফিরতে না পারারই কথা। এখান থেকে মাইজগ্রাম যেতে সন্ধে হয়ে যাবে। রাতে ফিরতে চাইলেও গাড়ি পাবেন না।

এদিকে আজ ফুলদারও নাইট ডিউটি। সেও চলে যাবে সন্ধ্যেয় । ফিরবে কাল সকালে। অর্থাৎ আজ রাত আমি এ বাড়িতে একা।

সন্ধের সময় আকাশটা মেঘলা করে এলো। কাল শুনেছিলাম কোনদিকে নাকি নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। ফুলদা নাইট ডিউটিতে যাওয়ার আগে সাহস দিল, 'ভয় পাস না মনি, তাড়াতাড়ি খেয়ে টিভি দেখে শুয়ে থাকিস। কোনো অসুবিধে হলে পাশের কোয়ার্টারের ওদের ডাকিস।'

আমি অবশ্য অত ভয় পাইনা। রাতে শ্মশানের পাশ দিয়ে কতদিন স্যারের বাড়ি থেকে একা একা ঘরে গেছি। সেজো মামার বাড়িতে গিয়ে নদীর পাড় ধরে যে পথে রাতে হেঁটেছি লোক সেটাকে দোষী জায়গা বলে।

তাই ফুলদার কথায় মনে মনে একটু হাসলাম।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Follow us on :
www.shalimars.com
Shalimar's®
প্রকৃতির উপহার,
প্রতিটি কাপে!
JUST LAUNCHED
Natural Aroma with Refreshing Taste
Shalimar's®
SUPER
Tastea Cup
Natural Aroma
100% NATURAL
Baatein Rukni Nahi Chahiye..
Also available on
amazon
Flipkart
METRO
spencer's
SastaSundar app
arambagh's FOOD MART
Reliance
more
bigbasket

বললাম, 'চোর ডাকাতের তো নেয়ার মতো কিছু নেই আমার কাছে। আর ভুত-প্রেত ? শুনেছি আজকাল তারা উল্টো মানুষকেই ভয় পায়।' ফুলটা আমার সাহস দেখে সাহেবদের মতো ঘাড় কাত করে হাসল।

তবে একা একা থাকাটা যে ভয়ের থেকে কষ্টের বেশি সেটা একটু পরেই বুঝলাম। বড্ডো একঘেয়ে লাগছিল। বিছানায় শুয়ে বসে কতক্ষণ আর কাটানো যায়। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। মনে হচ্ছে ঝড় উঠবে। টিভিটা যাচ্ছে আর আসছে। এভাবে টিভি দেখতে নেই। বাজ পড়লে টিভি চলে যেতে পারে। তাই টিভি বন্ধ করে দিলাম। আমার একাকিত্বের একমাত্র সঙ্গী ছিল বেচারা। কিন্তু তার ভালোর জন্যই তার সঙ্গ ছাড়লাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি এতক্ষণে মাত্র নটা বেজেছে । লাইটটা একবার কেঁপে উঠলো। মনে হয় চলে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে নেয়া ভাল। কারেন্ট চলে গেলে বিপত্তি হয়ে যাবে। ফুলদা বিকেলে আমার জন্য নিরামিষ ভাত রান্না করেছে। আজ থেকে তার অশৌচ। জ্যাঠামশাই মারা গেছেন। দাহ সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত উপবাসই থাকতে হবে। তাই সে খায়নি।

আমি ফুলকপির তরকারি আর আলু ভাজা দিয়ে ভাত খেয়ে বাথরুম গিয়ে আসলাম। ওদের বাথরুমটা পেছনের উঠানে। বাইরে গিয়ে একটা ঠান্ডা হওয়ার ধাক্কা গায়ে লাগল। বাতাস উঠেছে। তুফান এলো বলে। তাড়াতাড়ি ঘরে এসে ভাল করে দরজাগুলো ঠিক মতো লেগেছে কিনা দেখছি। লাইট'টা আবার কেঁপে উঠল। গতিক সুবিধের নয়। তাড়াতাড়ি একটা মোমবাতি জোগাড় করে রাখতে হবে। কিন্তু এতো আর আমার নিজের বাড়ি নয় যে জানা থাকবে মোমবাতি দেশলাই কোথায় আছে!

এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে বাতিটা দু-তিনবার জ্বলে নিবে একেবারেই নিভে গেল। এখন হাঁটতে গিয়েও ঠেস খাচ্ছি। সেসময় আজকের মতো হাতে হাতে মোবাইল ফোন ছিল না যে জ্বালিয়ে নেব। ভরে ভরে পা ফেলে আস্তে আস্তে ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। মোমবাতি পেলে এখানেই পাওয়া যাবে। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠল। ওই এক ঝলকের আলোতেই দেখলাম এক প্যাকেট মোমবাতি তাকের উপর রাখা আছে। একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে মাটিতে বসালাম। নিভে গেলেও আগুন লাগার সম্ভাবনা নেই। আরেকটা পাশেই রেখে দিলাম।

বিছানায় শুয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে গেলাম। হঠাৎ মনে হলো কে যেন আমার নাম ধরে খুব জোরে জোরে ডাকছে আর ক্রমাগত জানলায় থাবা দিয়ে যাচ্ছে। ঘরটা পুরো অন্ধকার। এখনো কারেন্ট আসেনি। মোমবাতিটা হয়তো অনেক আগেই নিভে গেছে। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। আমি বিছানা ছেড়ে উঠে আওয়াজটা বোঝার চেষ্টা করলাম। সত্যিই খুব পরিচিত স্বরে কে যেন, মনি ও মনি বলে ডেকে যাচ্ছে। আমি জানালার পাশে এসে প্রশ্ন করলাম, কে ?

- দরজাটা খোল।
- কিন্তু কে আপনি?
- আরে আমি মানিকদা।
- মানিকদা ?
- হ্যাঁ রে।
- এত রাতে ?
- আরে বলছি সব, আগে দরজাটা তো খোল।
- দাঁড়াও আসছি।

বলে প্রথমে মাটি থেকে আরেকটা মোমবাতি নিয়ে দেশলাই দিয়ে জ্বালিয়ে সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে দরজার কাছে গেলাম।

দরজার ছিটকিনিটা খুলে সামান্য ফাঁক করে আগে মুখটা দেখলাম। সত্যিই তো মানিকদা !! ভিজে চুপসে গেছে। মানিকদা আমাকে দেখে সামান্য হেসে বললো, 'ভিতরে তো ঢুকতে দে। ভীষণ ঠান্ডা লাগছে।'

আমি দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালাম। হাজারো প্রশ্ন আমার মাথায় কিলবিল করছে। কোনটা আগে করব ভেবে পাচ্ছি না। আমার অবস্থা দেখে মানিকদা প্রথমে বললো, 'সেই কখন থেকে দরজায় ধাক্কাচ্ছি। কেউ সাড়া দিচ্ছে না।'

- দেবে কে? ঘরে তো আমি ছাড়া আর কেউ নেই।
- কেন ; কোথায় সব ?

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

- বলছি দাঁড়াও । কিন্তু তুমি আগে বলো এতো রাতে কোত্থেকে?

- কাকাবাবু আমাকে দুপুরে বললেন, যা মানিক তুই গিয়ে মনিকের ঘরে নিয়ে আয়।

- বাবা বলল ?

- হ্যাঁ রে। কাকিমা সকালে সিঁড়ি থেকে পড়ে পা ভেঙেছেন।

- সে কি?

হ্যাঁ, মাথা ঘুরেছিল। প্রেসার বেশি তো তাই।

আমার বুকটা ধক্ করে উঠলো। অনেক সময় মানুষ মৃত্যুর খবর সরাসরি না দিয়ে ছোটখাটো দুর্ঘটনার খবর প্রথমে দেয়। পরে আস্তে আস্তে সব খুলে বলে। তাই উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'মা এখন কেমন আছে ?'

- তুই চিন্তা করিস না। সব ঠিক আছে। সকালে গিয়ে দেখবি।

- তা তুমি দুপুরের ট্রেনে উঠে এত রাতে কেন এসে পৌঁছলে ?

- আর বলিস না, যত্তসব বিচ্ছিরি ঝামেলা। রায়পুর জংশনে এসে একটা লোক এক নম্বর প্লাটফর্ম থেকে দু নম্বর প্লাটফর্মে যেতে গিয়ে একটা চলন্ত ইঞ্জিনের নিচে ঢুকে যায়। আর তারপরই সব গন্ডগোল লেগে যায়। ওই ইন্জিনটা আমাদের ট্রেনে লাগানোর কথা ছিল। এনিয়ে ট্রেন অনেকক্ষণ স্টেশনে আটকে রাখা হয়। লোকটা বড় খারাপ ভাবে মরেছে রে।

বলতে বলতে মানিকদার গলা ধরে এলো । চোখের সামনে রেলে কাটা মানুষ দেখেছে কিনা। এখনো স্বাভাবিক হতে পারছেনা। শরীর আর মনের উপর দিয়ে তার একটা বড় ধকল গেছে। চেহারাটা দেখতে কেমন যেন ফ্যাকাশে লাগছে। চোখ দুটো গর্তে ঢুকে গেছে। আওয়াজটা ভাঙা ভাঙা আসছে। বৃষ্টিতে ভিজে প্রচুর ঠাণ্ডা লেগেছে। আমি কিছু বলার আগেই মানিকদা একটা গামছা টেনে নিয়ে মাথা পা মুছছে। মানিকদা সাথে কোনো ব্যাগ আনেনি। তাই ভেজা কাপড় বদলে পরার মতো আর কোনো ড্রেস নেই । হয়তো ভেবেছিল বিকেলে পৌঁছে সন্ধের শেষ ট্রেনে

আমাকে নিয়ে ফিরে যাবে।
মানিকদার ভেজা কাপড় থেকে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে জল পড়ছে। আমার শার্ট প্যান্ট তার গায়ে হবেনা। সে আমার থেকে লম্বা আর স্বাস্থ্যবান। তাই আমি তাকে ফুলদার পাজামা আর ঘরে পরার পাঞ্জাবি আলনা থেকে দিয়ে বললাম, 'ভেজা কাপড় ছেড়ে এগুলো পরে নাও।'
মানিকদা কাপড়চোপড় ছেড়ে বলল, 'ঠিক আছে মনি তুই এখন শুয়ে যা।'

আমি বললাম, 'না না সে কি করে হয়। তুমি কিছু খেয়ে নাও। খালি পেটে ঘুমাবে নাকি ?'

- তাও ঠিক। কিন্তু এত রাতে তুই আমাকে খাওয়াবি কী?

- ভাত তো নেই। যা ছিল সব খেয়ে ফেলেছি। দাঁড়াও তোমাকে বিস্কুট আর কেক খেতে দিচ্ছি। কষ্ট করে রাতটা কাটিয়ে নাও।

মানিকদা হেসে বলল, 'তাই দে। সেই কোন সকালে খেয়েছি। রায়পুরে ট্রেন অনেকক্ষণ ছিল। খেতে পারতাম।কিন্তু লাশটার যা অবস্থা দেখেছি তারপর আর খেতে পারিনি।'

লাশের কথা বলতে গিয়ে মানিকদার খুব কষ্ট হচ্ছিল। শেষের কথাগুলো আর বলতে পারেনি। শুধু ঠোঁটদুটো কেঁপেছে। খুবই স্বাভাবিক, এত পাশ থেকে জ্যান্ত একটা মানুষ কাটা পড়তে দেখলে তার বর্ণনা দিতে কার ভাল লাগবে?আমিও তাই আর জানার আগ্রহ দেখাইনি। বললাম, 'ওসব বাদ দাও মানিকদা। লোকটার এ ভাবেই মৃত্যু লেখা ছিল। যাও শুয়ে পড়ো।'

মানিকদা গিয়ে ফুলদার বিছানায় শুয়ে পড়ল। দুদিকে দুটো বিছানা মধ্যেখানে মাটিতে মোমবাতি জ্বলছে।

বৃষ্টিটা একটু ধরে এসেছে। প্রচন্ড ঠান্ডা লাগছে। মানিকদা দেখলাম কম্বল দিয়ে মাথা অবধি ঢেকে রেখেছে। আমারও চোখ দুটো বুজে আসছে। একবার দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত প্রায় একটা। তারপর আর বলতে পারিনা।

দেরি করে ঘুমানোয় সকালে উঠতে একটু বেলা হয়ে গেল। তাও হয়তো ঘুম ভাঙতো না যদিনা ফুলদা দরজায় কড়া না নাড়তো। ফুলদার ডাকে ঘুম থেকে উঠে বাইরের ঘরে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। ফুলদা বললো, 'যা ঘুম দিচ্ছিলিরে মনি। ডাকতে ডাকতে হয়রান।'

আমি বললাম, 'দেরিতে ঘুমিয়েছিলাম তো তাই।'

ফুলদা বাইরের ঘরে বসেই জুতা আর শার্ট খুলতে খুলতে বলল, 'আরো আগেই আসতাম কিন্তু রায়পুরে একটা ট্রেন দুর্ঘটনার জন্য সবগুলো ট্রেন লেট হয়ে গেল।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ জানি তো।'

-তুই কী করে জানিস ?

-কেন জানব না? একজন লোক ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছে। তাই ট্রেন লেট হয়েছে।

- আশ্চর্য ! তুই রাতে শুয়ে শুয়ে এসব জানলি কী করে ?

আমি বললাম, 'রাতে মানিকদা এলো। সে সামনে থেকে সব দেখেছে। তার মুখ থেকেই সব শুনলাম।'

- মানিক এসেছে ?

- হ্যাঁ।

- কখন ?

অনেক রাতে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে খুব কষ্ট করে এসেছে। বাবা পাঠিয়েছে। আমাকে এক্ষুনি ওর সাথে বাড়ি যেতে হবে। মা পা ভেঙেছে।

- বলিস কিরে ! মানিক কোথায়?

- ওই তো, তোমার বিছানায় শুয়ে আছে। অনেক রাতে এসেছে তো তাই ঘুম ভাঙেনি।

- চল দেখি।

শেষের কথাগুলো আর বলতে পারেনি। শুধু ঠোঁটদুটো কেঁপেছে। খুবই স্বাভাবিক, এত পাশ থেকে জ্যান্ত একটা মানুষ কাটা পড়তে দেখলে তার বর্ণনা দিতে কার ভাল লাগবে?আমিও তাই আর জানার আগ্রহ দেখাইনি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

LSG MULTISPECIALITY HOSPITAL
24/7 SERVICE
আপনার স্বাস্থ্য
আমাদের সম্পদ
NADIA'S No.1
Multispeciality Hospital
স্বাস্থ্য সাথী ও অন্যান্য
Health Scheme
সুবিধা আছে | *
স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা
স্বল্প খরচায় সব রকম রোগে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
সব অপারেশনের ব্যবস্থা আছে
X-ray, ব্লাড টেস্ট ও অন্যান্য টেস্টের সুবিধা আছে
+91 98368 04935
পূর্ব নোয়াপাড়া নদীয়া
রানাঘাট ৭৪১৫০১

বলে ফুলদা ভেতরের ঘরে ঢুকলো। ঘরে ঢুকে আমরা দুজনেই অবাক। বিছানায় কেউ নেই ! ফুলদা বলল, 'কোথায় মানিক? এখানে তো কেউ নেই!

সত্যিই তো বিছানা খালি ! তাহলে এত সকালে মানিকদা গেল কোথায় ! গেলেও ঘরের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে গেল কী করে?

ফুলদা বলল, 'রাতে স্বপ্ন টপ্ন দেখিস নি তো ? লোকটা কি ভোজবাজির মত উবে গেল ?' সত্যিই কি আমি স্বপ্ন দেখছিলাম? যদি স্বপ্নই হবে তাহলে ট্রেনে মানুষ কাটার কথা কী করে হুবহু মিলে গেল!

তাছাড়া বিছানার দিকে তাকালে এখনও বোঝা যায় কেউ এখানে রাতে শুয়েছিল। চাদরটা কুঁচকানো। কম্বলটা এখনো ভাঁজ করা হয়নি।

ফুলদা এক দৃষ্টিতে বিছানার দিকে দেখছে। মানিকদা যে সত্যিই রাতে এসেছিল তা বোঝাতে আমি এদিক সেদিক থেকে প্রমাণ খোঁজার চেষ্টা করছি।

হঠাৎ আমার চোখ গেলো ফুলদার পাজামা আর পাঞ্জাবির দিকে। যেগুলো মানিকদা'কে পরতে দিয়েছিলাম। সেগুলো এখনো চেয়ারে ফেলে রাখা আছে। আমি ফুলদাকে বললাম, 'ওই দেখো তোমার পাঞ্জাবি আর পাজামা মানিকদা রাতে পরে শুয়েছিল। ওগুলো তুমি আলনায় ভাঁজ করে রেখে গিয়েছিলে। এখন দেখো কেমন বাসি কাপর হয়ে পড়ে আছে।'

ফুলদা এগিয়ে গিয়ে পাঞ্জাবিটা হাতে নিয়ে দেখল। ওর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পেলাম। আমি আর ফুলটা একজন আরেকজনের মুখের দিকে দেখছি। অজানা আশঙ্কায় দুজনেই উদ্বিগ্ন। ফুলদা সাহস করে এগিয়ে গেল। আমি একবার ভাবলাম হয়তো মানিকদা হবে। ভোরে বেরিয়ে গিয়েছিল। এখন ফিরে এসেছে। ফুলদা টলতে টলতে দরজার কাছে গিয়ে আরেকবার বিছানার দিকে ঘুরে দেখল। দরজায় আরেকবার টোকা পড়ল। ফুলদা দরজা খুলে দিল। দরজায় বাবা দাঁড়িয়ে !

সকাল সকাল বাবা কেন ? তাহলে কি মা' র শরীর খুবই খারাপ? এ অবস্থায় মা'কে ঘরে রেখে বাবা নিজে এলো কেন ? বাবাকে কেমন যেন বিধ্বস্ত লাগছে। চোখ দুটো গর্তে। মাথার চুলগুলো কে যেন দু হাতে ঘেটে দিয়েছে। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাবা কী হয়েছে ? মা ঠিক আছে তো ? মা'র নাকি পা ভেঙেছে?'

বাবা বসতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেল। আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'তুই জানলি কী করে যে তোর মা'র পা ভেঙেছে ?'

- কেন, মানিকদা বলল।
- মানিক ? তা'কে কোথায় পেলি ?
- কাল রাতে এসেছিল; এখন কোথায় বেরিয়ে গেছে।
- তোর মাথা ঠিক আছে তো মনি ?
- কেন বাবা ?
- মানিক আর নেই রে !

আমি আর ফুলদা কেঁপে উঠলাম।

- তোর মা'র কাল পা ভাঙ্গার পর আমি মানিককে দুপুরের ট্রেনে তোকে নিতে পাঠিয়েছিলাম। রায়পুর স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমেছিল। হঠাৎ ট্রেন ছাড়ার ঘন্টি শুনে ওভার ব্রিজ দিয়ে পার হতে সময় লাগবে ভেবে একটা লাইন ক্রস করে পরেরটায় যেতে চেয়েছিল। তাড়াহুড়োয় সে খেয়ালই করেনি যে এই লাইনে একটা ইঞ্জিন আসছে। লাইন থেকে প্লাটফর্মে উঠতে যাওয়ার সময় সে ইঞ্জিনের নিচে ঢুকে যায়। মুহূর্তে সব শেষ হয়ে গেল রে।

আমি থর থর করে কাঁপছি। ফুলদা আমার হাত ধরল। আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। ফুলদাই বাবাকে কাল রাতের কথা সব বলল। আমরা তিনজন বিছানার কাছে এলাম। বিছানার চাদরটা তখনো কুঁচকানো । কম্বলটা পা দিয়ে সরিয়ে একটু আগে কে যেন নেমে চলে গেছে। এই শীতের সকালেও বাবা ঘামছে। বাবা ডান হাতে বিছানাটা হাতিয়ে দেখছে। বিছানা থেকে মানিকদার গায়ে দেওয়া পাঞ্জাবি'টা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে বাবার শুধু বলল, 'শেষ যাত্রায় যাবার আগে মানিক তোর টানে এখানে এসেছিল রে মনি এই দেখ পাঞ্জাবিতে এখনো রক্তের দাগ লেগে আছে।'

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Nestlé
Good food, Good life
Nestlé
Milkmaid
Nestlé
Milkmaid
100
recipes @
www.milkmaid.in
Suggested recipe
100
recipes @
www.milkmaid.in
Create Sweet Stories

পথের বাঁকে রহস্য

পরদিন সকালে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছালাম। আগেই কলকাতা থেকে টয় ট্রেনের টিকিট কেটে রেখেছিলাম, তাই টিকিট কাটার ঝামেলা এড়ানো গেল। স্টেশনের লাগোয়া রেস্তোরাঁয় সামান্য প্রাতরাশ সেরে পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা পৃথিবীখ্যাত পাহাড়ি মূষিক—টয় ট্রেনে চড়ে বসলাম। মহানন্দে টয় ট্রেন তার মাথা-লেজ দুলিয়ে দুলকি চালে জঙ্গল ফুঁড়ে বেশ এগিয়ে চলল।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

তখন সবেমাত্র ভারতীয় রেলওয়ের ইস্টার্ন জোনে চাকরি পেয়েছি। অফিস থেকে চার বন্ধু মিলে ঠিক করলাম, আমরা পাহাড়ি পথে ট্রেকিং করে সান্দাকফু ও ফালুট বেড়াতে যাব। সেটা সম্ভবত ১৯৮৫ সালের চৈত্রের মাঝামাঝি কোনো এক সময়। সেই মতে টিকিট হাতে গরমের এক সন্ধ্যায় দার্জিলিং মেলে চেপে বসলাম।

> এখানকার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে আমাদের অনভিজ্ঞতার কারণে ভয় হচ্ছিল—যদি ভুল করে চীনা অঞ্চলের দিকে উত্তুরে রাস্তা বরাবর এগিয়ে যাই! তাই সতর্কভাবেই পথনির্দেশগুলো অনুসরণ করছিলাম।

পরদিন সকালে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছালাম। আগেই কলকাতা থেকে টয় ট্রেনের টিকিট কেটে রেখেছিলাম, তাই টিকিট কাটার ঝামেলা এড়ানো গেল। স্টেশনের লাগোয়া রেস্তোরাঁয় সামান্য প্রাতরাশ সেরে পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা পৃথিবীখ্যাত পাহাড়ি মূষিক—টয় ট্রেনে চড়ে বসলাম। মহানন্দে টয় ট্রেন তার মাথা-লেজ দুলিয়ে দুলকি চালে জঙ্গল ফুঁড়ে বেশ এগিয়ে চলল। সারাদিন ধরে স্থানীয় বহু হাসিখুশি মুখ ইচ্ছেমতো তার ধীর গতির দেহ বেয়ে কাজের ফাঁকে যোগে ইতিউতি প্রয়োজনে নামছে আর উঠছে। অজানাকে জানার মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়ে সারাদিন পাহাড়ি সৌন্দর্যের বুক চিরে ডুব দিয়ে সন্ধ্যায় ঘুম স্টেশনে এসে উঠলাম। ক্লান্ত শরীরে ব্যাগ-পত্তর নিয়ে উপযুক্ত হোটেল খোঁজা কষ্টকর ও ব্যয়সাপেক্ষ, তাই বাধ্য হয়েই কাছের একটা সরাইখানায় রাতটা থেকে গেলাম।

পরদিন সকালে ট্যাক্সি ধরলাম পাহাড়ি গ্রাম মানেভঞ্জনের উদ্দেশ্যে। সেখানে পৌঁছাতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। কাছাকাছি পাহাড়ি ঢালে এক গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া হল। সেখানে জমিয়ে আড্ডা, রাতের খাওয়া-দাওয়া ও রাত্রিবাস সেরে পরদিন সকালে গৃহকর্তার দেওয়া কিছু পথনির্দেশিকা মেনে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে যাত্রা শুরু করলাম। সে পথে সারাদিন হেঁটে টংলু হয়ে টুমলিং-এ সন্ধ্যায় পৌঁছালাম। সেখানে ট্যুরিস্ট লজে রাত্রিবাস। পরদিন সকালে রুকস্যাক পিঠে, হাতে লাঠি—আবার যাত্রা শুরু হল। মেঘমায় দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিলাম।

মেঘমা অঞ্চলটা প্রায় সারা বছরই কুয়াশা আর জলভরা মেঘে আচ্ছন্ন থাকে। সেই মেঘের মধ্যেই পথ চলা। চারিদিকের পাহাড়ে কিংবা পাদদেশে লাল-সাদা-গোলাপি রডোডেনড্রনের পাপড়ি আপন খেয়ালে যেন ফুলসজ্জা সাজিয়েছে। কোথাও ক্যামেলিয়া, ম্যাগনোলিয়া, কোথাও বা পাহাড় ফুঁড়ে ডেইজি হাসছে। বিকেলে যখন জৌবাড়ি গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছালাম, তখন চারিদিক মেঘে মেঘে ঢেকে গেছে—যেন গায়ের ওপরে মেঘমালা খেলা করছে। আর গায়ে-মুখে ঝিরিঝিরি তুষারকণা পেঁজা তুলোর মতো জড়িয়ে যাচ্ছে। এমন পাহাড়ি নকশীকাঁথার নয়নকাড়া দৃশ্যে বিভোর হয়ে আছি। এদিকে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে পড়ন্ত সূর্যের রক্তছটা পাহাড়ি বনের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এই এলাকার বিশেষত্ব এই যে, এটা প্রায় চীন সীমান্তের কাছাকাছি এলাকা। পাশেই চীনের ইয়োগ্রাম।

ট্রেকিং-এর সময় দুজন সহযাত্রী আমাদের দুজনকে পিছনে ফেলে কিছুটা এগিয়ে চলেছে। এখানকার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

LAKMĒ SALON
FOR HIM AND HER
#RunwayToEveryday
Lords More
182, Prince Anwar Shah Rd, Unit 1A - Lords More Kolkata, (WB).
Contact for more OFFERS
8420173693

আমাদের অনভিজ্ঞতার কারণে ভয় হচ্ছিল—যদি ভুল করে চীনা অঞ্চলের দিকে উত্তুরে রাস্তা বরাবর এগিয়ে যাই! তাই সতর্কভাবেই পথনির্দেশগুলো অনুসরণ করছিলাম। এদিকে আলো-আধাঁরির মাঝেই শুরু হল গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। ধীরে ধীরে তা বাড়তে থাকল।

বজ্রবিদ্যুতের আলোয় মাঝেমধ্যে পাহাড়ের বীভৎস মুখ দেখে রোমাঞ্চিত হচ্ছি। অনেক রাত পর্যন্ত আমরা ঐ আশ্চর্য ঘটনার বিষয়ে নানা আলোচনা করতে করতে রাতের নৈঃশব্দ ভাঙা বৃষ্টিপাতের ছন্দ-তালে, গাছে গাছে পাহাড়ি পোকার 'কিঁন্ কিঁন্ ঝিন্

ভিজতে ভিজতে ব্যস্ত হয়ে যখন টুমলিং এলাকা পেরিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎই আমাদের চোখে পড়ল—বিশাল দেহী দুটো কালো দৈত্যের মতো, আপাদমস্তক আলখাল্লায় ঢাকা কী যেন মেঘের আড়ালে পাশের জঙ্গল রাস্তায় হেঁটে চলেছে। হঠাৎ কানের পাশেই একটা খটাখট শব্দ বাজতে লাগল। মনে হল—কেউ বুঝি আমাদের গায়ের পাশেই হাঁটছে, এই বুঝি আমাদের ধরে ফেলবে!

ভয়ে আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে রক্ত হিম হয়ে গেল। মুহূর্তে এ জনমানবশূন্য এলাকায় ভয়ে বেশ কুঁকড়ে গেলাম, জোরে জোরে নিশ্বাস পড়তে লাগল। আমরা দুজন অজানা গভীর আশঙ্কায় রাস্তা ছেড়ে পাশের ঘন জঙ্গলে টুপ করে লুকিয়ে পড়লাম। খানিক বাদেই সেই অস্পষ্ট বিশাল দেহী পাহাড়ের কোলে মেঘের আড়ালে মিশে গেল।

কিছুক্ষণ পরে তুষারপাত খানিক দুর্বল হলে চারিদিক স্পষ্ট হল। আমরাও স্বাভাবিক হয়ে জঙ্গল ছেড়ে রাস্তায় উঠে এলাম। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি হতেই লাগল। রেইনকোটে সারা শরীর মুড়ে বৃষ্টির মধ্যেই কঠিন পাহাড়ি পথে হাঁটতে হাঁটতে গৌরীবাসের ট্যুরিস্ট লজে কোনোভাবে এসে পৌঁছালাম। পৌঁছিয়েই অন্য বন্ধুদের সেই আশ্চর্যজনক অস্বাভাবিক ঘটনার বিস্তারিত জানালাম। তারাও সেই অতিমানবীয় ঘটনা শুনে বিস্মিত হল।

গৌরীবাসের ট্যুরিস্ট লজেই সেই রাত্রিটা থেকে গেলাম। সেখানে কেয়ারটেকার অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে লণ্ঠনের আলোয় অতি যত্নসহকারে আমাদের জন্য স্যুপ, রুটি-মাংস-ভাজা প্রস্তুত করলেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই মিলে আড্ডা মারতে বসলাম। কেউ কেউ চুরুট সেবনে ব্যস্ত হল। সারা রাত ধরে মুষলধারে শিলাবৃষ্টি হয়েই চলল। এমন আকাশভাঙা বৃষ্টি আমার জীবনে কখনও দেখিনি। চারিদিক নিস্তব্ধ, ঘুটঘুটে অন্ধকার। বজ্রবিদ্যুতের আলোয় মাঝেমধ্যে পাহাড়ের বীভৎস মুখ দেখে রোমাঞ্চিত হচ্ছি। অনেক রাত পর্যন্ত আমরা ঐ আশ্চর্য ঘটনার বিষয়ে নানা আলোচনা করতে করতে রাতের নৈঃশব্দ ভাঙা বৃষ্টিপাতের ছন্দ-তালে, গাছে গাছে পাহাড়ি পোকার 'কিঁন্ কিঁন্ ঝিন্ ঝিন্' উৎকট সঙ্গীতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—মনে নেই।

ভোরের দিকে হয়তো বৃষ্টি থেমে গেছে। পরদিন সকালে আকাশ পরিষ্কার। আমরা স্নান সেরে ট্রেকিং-এর উদ্দেশ্যে পোশাক পরে নিলাম। তারপর রুকস্যাক কাঁধে, হাতে লাঠি নিয়ে পরবর্তী যাত্রার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। পাশেই পাহাড়ের ঢালে একটা ছোট্ট খাবারের দোকান। দোকানি আছে, কিন্তু কোনো খরিদ্দার নেই। আমরাই একমাত্র খাবারের অর্ডার দিলাম। সেখানে বসে সবে রুটি-সবজি খাচ্ছি, এমন সময় দেখি—বিশাল দেহী দুটো কালো লোমশ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

IKSHANA
Elder Care Pvt. Ltd
Enriching
Lives,
Embracing Aging
COMPASSIONATE ELDER CARE
FOR YOUR LOVED ONES
24/7 Emergency Helpline
Scheduled Visit by Doctor
Ikshana Personal Care Visits
Hospitalisation Support
Support With Essential Services
Complimentary Health Check Up
Doctor Tele Consultation
9147372091 / 92
IKSHANA
Elder Care Pvt. Ltd
www.ikshanaeldercare.com

মুষলধারে বৃষ্টিতে পাথরে খুরের শব্দ জঙ্গল ভেদ করে এমন দ্রুত তীক্ষ্ণভাবে কানে বাজছিল, ঐ অতিকায় জীব বীভৎসভাবে ঠিক আগের দিনের মতোই ঝোড়ো তুষারের ভিতর থেকে আমাদের কাছেই ধেয়ে আসছিল।

বন্য ইয়াকের উপরে সওয়ারি সুঠাম দেহের দুই সুপুরুষ যুবক আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল। তারা মাথায় এক ধরনের লম্বা চোঙা টুপি ও জমকালো লোমশ পোশাক পরে আছে—দেখতে বেশ ভালোই লাগছে। গোর্খা ভাষায় আমাদের নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞেস করল—আমাদের যাত্রাপথ। আমরা জানালাম—সান্দাকফুর কথা। সব শুনে তাঁরা জানাল—সামনের রাস্তা খুবই চড়াই-উৎরাইয়ে ভরা। এ রাস্তায় আপনাদের যাওয়া খুবই কঠিন হবে। তাই লোকপিছু ৮০ টাকা করে দিলে, তারা আমাদেরকে আপাত শান্ত বিশাল ইয়াকের পিঠে চড়িয়ে "সান্দাকফু"-তে পৌঁছে দিতে পারে।

কিন্তু আমরা তাঁদের প্রস্তাবে রাজি হতে পারলাম না, কারণ আমরা ট্রেকিং করে সান্দাকফু যাব—এটা স্থির করাই আছে। তাই খুব কষ্ট হলেও পায়ে হেঁটেই যাব—এমনটা তাঁদের জানিয়ে দিলাম।

এদিকে পরিষ্কার আকাশ আমাদের অজান্তেই কখন মেঘে মেঘে ঢেকে গেছে, খেয়ালই নেই। এখানকার প্রকৃতি বুঝি রহস্যে ঘেরা, এমনই ভয়ঙ্কর সুন্দর। ধীরে ধীরে গায়ের আশেপাশে মেঘ আর কুয়াশায় ঢেকে গেল। ঠিক আগের দিনের বিকেলের মতোই মাঝে মাঝে পূর্ব আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নরম সূর্যের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আর বৃষ্টিভেজা তুষারের স্ফটিক কণায় সে আলো ফেটে ফেটে পড়ছে।

এদিকে ইয়াক সওয়ারি দুজন আমাদের নমস্কার জানিয়ে ধীরে ধীরে পাহাড়ি পথে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই বন্য অতিকায় ইয়াক সওয়ারিরা ক্রমে ক্রমে আলো-আঁধারে মাখা ঘন জলভরা মেঘের মধ্যে প্রবেশ করলে আমরা পিছন থেকে দেখছি—ইয়াক দুটোকে আর তেমনভাবে বোঝা যাচ্ছে না। দুই যুবকের দেহও লম্বা-চওড়ায় খানিকটা বিবর্ধিত হয়ে পড়েছে, অনেকটা অস্পষ্ট প্রতিরূপের মতো—যা মেঘে মেঘে ভেসে থাকা অসংখ্য জলকণায় আলোর বিক্ষিপ্ত প্রতিসরণে সম্ভব। আর দূর থেকে লোমশ ইয়াক দুটোকে মনে হচ্ছে—তাঁদের পরিহিত লম্বা-চওড়া কালো আলখাল্লা পোশাক।

সেই অতিমানবীয় ভয়ংকর মূর্তি দুটো পাহাড়ের খাঁজে হারিয়ে গেল। ঠিক আগের দিনের সন্ধ্যার মতোই—মুষলধারে বৃষ্টিতে পাথরে খুরের শব্দ জঙ্গল ভেদ করে এমন দ্রুত তীক্ষ্ণভাবে কানে বাজছিল, ঐ অতিকায় জীব বীভৎসভাবে ঠিক আগের দিনের মতোই ঝোড়ো তুষারের ভিতর থেকে আমাদের কাছেই ধেয়ে আসছিল।

সব মিলিয়ে আগের দিনের সেই অতিমানবীয় ভয়ঙ্কর মূর্তি পুনরায় দৃশ্যমান। এভাবেই প্রকৃতির পরতে পরতে কত সম্ভাব্য ঘটনার ভূতুড়ে জ্ঞান মানুষের অজানাই থেকে যায়। এমন আলো-আঁধারি রহস্যে হতবাক হয়ে গৌরীবাস পিছনে রেখে দীর্ঘ চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম সান্দাকফুর পথে......

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সামনে এলে

কল্পনা মজুমদার

ওল্টানো পা ভেতরবাগে,
চোখ দেখলেই তরাস লাগে
যাচ্ছে সাথে, একটু আগে
(শব্দ ছাড়াই ছন্দ জাগে)
জানবে..... ওটা ভূত!

ভয় পেওনা, রামকে ডাকো
ইষ্টিনাম জপতে থাকো
মাছ-মাংস হাতেই রাখো,
চাইলে দিতে যেও না কো
কাঁদুক ভূতের পুত।

এগিয়ে চলো--দিও না সাড়া
ধীরে, (তোমার নেইকো তাড়া)
হয়তো গাছে দিচ্ছে নাড়া
সামনে মেলে বাঁশ আঝাড়া
ডিঙিও না কো... ভাই!

কেবল জপো, "ভূতের পুত,
তোর ভয়েতে নইকো ভীত
রাম-লক্ষ্মণ-সীতা-মারুত
বুকে আছেন! ডরাই নি তো!
আয়, মুখে দিই ছাই।

ভূতের মুখে রাম নাম

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য

আমি আজকাল অনেক ভুতের মুখে
রাম নাম শুনি।
প্রায়শই।
এতই প্রায়শ যে এখন প্রায় প্রত্যাশিত।

এই ভূতেরা থাকেন না ভুষুন্ডির মাঠে
এদের বসবাস আমাদের মাঝেই ,
গণ্যমান্য লোক, অনেক ক্ষমতার অধিকারী।

গল্পে পড়া ভুতেদের সাথে এদের মিল সামান্যই
ছেলেবেলায় রাতের অন্ধকারে ভূতেদের দেখা পাওয়া যেত
এখন প্রখর সূর্যের আলোয় এরা দৃশ্যমান এবং কর্মরত।

গল্পের ভূতেদের তুলনায় এদের একটি বিশেষ গুন আছে
গল্পের ভূতেদের খুশি করার পদ্ধতি আমরা পড়িনি
আমাদের এই নূতন প্রজন্মের ভূতেরা অনেক ভদ্র
তাদের প্রত্যাশিত পূজা পদ্ধতি সবিস্তারে ঘোষিত ।

এই রাম নাম জপ করা ভুতেদের নিয়েই আজকাল আমাদের সহবাস।
এতেই আমাদের মুক্তি, সুরক্ষিত থাকবে আমাদের নিবাস।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

রাজবাড়ির ভূত

অরুণা সরকার

জীর্ণ এক রাজবাড়ি--
পেল্লায় তার দালান কোঠায়
নড়বড়ে তার নাটমন্দিরে
ভূতের মহা জারিজুরি।

দোলের পরেই বারোদোলে
শ্যাওড়া গাছের তলা দিয়ে
করেন যাঁরা আসা যাওয়া,
মহানন্দে ভূতের দল করে এদের পিছু ধাওয়া।

বারোদোলের শেষ বেলায়
বন্ধ ঝাঁপের ঠিক তলায়
কলকাতার চার বন্ধু, বসল নিতে খোঁজখবর
কেমন ছিল রাজবাড়ি আর রাজার শহর কৃষ্ণনগর।

হাওয়ায় যেন কার পদশব্দ
তপ্ত নিঃশ্বাস চতুর্দিকে
ভয়ঙ্কর ছায়ামূর্তি
হনহনিয়ে তাদের দিকে।

রাত ক্রমশ বাড়তে থাকে
চারদিক হ'ল শুনশান
হাড়হিম করা এই পরিবেশে,
বন্ধুরা হারালো তাদের জ্ঞান।

ওপারের আহ্বান

পৃথা ব্যানার্জী

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে
দূরে শোনা যায় ঝিঁঝিঁর ডাক,
ডাইনি জ্যোৎস্নায় ভাসে চরাচর
তাকিয়ে আছি চাঁদের দিকে একা।
তুমি আসবে বলেছিলে!
সহসা হিমকণা বাতাস স্পর্শ করে যায়!
শিহরণ জাগে অন্তঃস্থলে!
বুঝি তুমি এলে!
তোমার দীর্ঘশ্বাস বাহিত হয় আমার তন্ত্রীতে,
নিরুচ্চার কথনে ডাক দিলে তুমি
এসো! চলে এসো, কাছে এসো
সেই অলৌকিক আহ্বান ঢেউ হয়ে
আমার মর্মে মর্মে সিঞ্চিত হলো!
তোমার ছায়া আলিঙ্গনে বন্ধ হয়ে
ভেসে গেলাম ডাইনি জ্যোৎস্নায়!
পড়ে রইলো আমার প্রাণহীন অবয়ব।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ভুতোদীঘি

বিনয় ভড়

খালের পাশে শ্যাওড়া গাছে
লেগেছে দুই ভূতের ঝগড়া,
মামদো ধরেছে বন্দুক
আর জামদোর হাতে ছোড়া।

দু'জনেই চায় ক্ষমতা রাখতে
লড়াই জমেছে জবর,
কুঁচো ভুতেরা তাকিয়ে দেখে
লাইভ টেলিকাস্ট, জবর খবর।

মগডালটা মট্ করে ভেঙে
মামদো দেখায় শক্তি,
পেত্নী বসে বুদ্ধি খাটায়
এদের দিতেই হবে শাস্তি।

গ্রীষ্মে ভীষণ জলকষ্ট
এর থেকে চাই মুক্তি,
খাল কেটে যে দীঘি বানাবে
তার হাতেই যাবে শক্তি।

এ কথা শুনেই কাজে লেগে যায়
মামদো এবং জামদো,
সারারাত খাল কাটতে গিয়ে
মামদো শয্যাশায়ী।
ভূত সমাজের ইজ্জতটা
রাখলে তুমি ভারি।

সকালে উঠে বলবে সবাই
একরাতে,খাল কেটে হল দীঘি
এ কম্ম মানুষের নয়
এ ভুতে কাটা দীঘি।
নামটা তাহলে এটাই থাক
ভুতোদিঘী!

ভূতেরা আজ

শ্রী সুজন

ভূতেরা আজ জেগে উঠেছে
'ভূত চতুর্দশী' আগত বলে,
ভূতেরা "হাউ মাঁউ খাঁউ"সুরে নেচে উঠেছে
চোদ্দ শাকের সুঘ্রাণ নেবে বলে।

ভূতেরা আজ গান গাইছে
অমাবস্যার আঁধার মোচিত করবে বলে,
ভূতেরা সম্মিলিত হয়েছে
একত্রে সকলে আনন্দমগ্ন হবে বলে।

ভূতেরা আজ মেতে উঠেছে
দীপাবলিতে আলোকের ঝর্ণাধারায় স্নান করবে বলে,
ভূত,পেত্নী,ব্রহ্মদত্যি সকলেই হেসে উঠেছে
অবক্ষয়ের পরে দিনবদলের দিশা দেখবে বলে।

ভূতেরাও আজ সঙ্গবদ্ধ
বড় বড় মলকালচারে আজ আর নিরাপদ নয় বলে,
ভূতেরা আজ নতুন তারার স্বপ্ন দেখছে
ভুতুড়ে চেতনায় মান হুঁশ জাগ্রত করবে বলে...

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ভাইফোঁটার খানাপিনা

মৌমিতা কুণ্ডু মল্ল

ভাইফোঁটা মানে স্নেহ আর ভালোবাসায় ভরা উৎসব। বছরের এই দিনে বোনের হাতের কাজল চন্দনের ফোঁটায় ভাই পায় দীর্ঘায়ু আর মঙ্গলকামনা'সহ আশির্বাদ, আর ভাইয়ের হাতে বোনের জন্য থাকে যত্নে গুছিয়ে রাখা উপহার। কিন্তু এই উৎসবের আসল রঙ ধরা দেয় রান্নাঘরে, যেখানে রান্নার পূর্ব প্রস্তুতি থেকে পাতে পরিবেশন পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে মিশে থাকে মমতা, আদর আর ভালোবাসা। সব মিলিয়ে ভাইফোঁটার দিন যেন এক অবাধ ভোজের উপলক্ষ।এই সংকলনে রইলো ভাইফোঁটার সেই আদুরে রান্নার ঝলক হিসেবে একডজন রেসিপি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

পনির ব্রেড পিজ্জা

কী কী লাগবে

ব্রেড স্লাইস ৪টি, পিজ্জা সস ৩ টেবিল চামচ, কুচি করা ক্যাপসিকাম পেঁয়াজ টমেটো ১/২ কাপ, ছোট টুকরো করা পনির ১/২ কাপ, অরেগানো ১/২ চা চামচ, চিলি ফ্লেক্স ১/৪ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো ১/৪ চা চামচ, মোজারেলা চিজ পরিমাণমতো, অলিভ অয়েল, লবণ স্বাদমতো।

কীভাবে বানাবেন

পিজ্জা সসের সঙ্গে কাটা সবজি, পনির, অরেগানো, গোলমরিচ গুঁড়ো, অলিভ অয়েল, চিলি ফ্লেক্স ও লবণ মিশিয়ে ব্রেডের উপর ছড়িয়ে দিন। উপর থেকে চিজ ছড়িয়ে দিন। এয়ার ফ্রায়ার এ ১৮০□C তে ৫-৬ মিনিট বেক করুন। গ্যাসের জন্য ননস্টিক প্যানে ঢাকনা দিয়ে কম আঁচে ৫-৭ মিনিট রেখে গরম গরম পরিবেশন করুন!

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ক্লাসিক ফিশ অ্যান্ড চিপস

কী কী লাগবে

ভেটকি মাছের ফিলে ৪ টুকরো, লেবুর রস ১ চা চামচ, নুন, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, ময়দা ১ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ, বেকিং পাউডার ১/২ চা চামচ, ঠান্ডা সোডা ওয়াটার পরিমাণ মতো, Shalimar's Sunflower তেল (ভাজার জন্য)।

চিপসের জন্য: বড় আলু ৩-৪টি, নুন, Shalimar's Sunflower তেল।

কীভাবে বানাবেন

মাছ লেবুর রস, নুন ও গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে মেরিনেট করুন। ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, বেকিং পাউডার ও ঠান্ডা সোডা ওয়াটার মিশিয়ে ঘন ব্যাটার বানান। ব্যাটারে মাছ ডুবিয়ে সোনালি করে ভেজে নিন।

চিপসের জন্য আলু লম্বা করে কেটে নুন জলে ভিজিয়ে রাখুন। জল শুকিয়ে দু বারে ভেজে নিন। প্রথমে হালকা করে, পরে ক্রিস্পি করে। গরম গরম টমেটো সস বা মেয়োনিজের সঙ্গে পরিবেশন করুন!

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ফুলকপির মাঞ্চুরিয়ান

কী কী লাগবে

ফুলকপি টুকরো করা ১ কাপ, ময়দা ২ টেবিল চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ, আদা-রসুন বাটা ১ চা চামচ, সয়াসস ১ টেবিল চামচ, টমেটো সস ২ টেবিল চামচ, ভিনেগার ১ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১/২ কাপ, ক্যাপসিকাম কুচি ১/২ কাপ, নুন স্বাদমতো, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো স্বাদমতো, Shalimar's Sunflower তেল পরিমাণমতো।

কীভাবে বানাবেন

ফুলকপি টুকরোগুলো হালকা নুন জলে সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে নিন। ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, নুন ও গোলমরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে ব্যাটার তৈরি করে ফুলকপি ডুবিয়ে ভেজে নিন। কড়ায় সামান্য তেল গরম করে আদা-রসুন, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম ভাজুন। সয়াসস, টমেটো সস, ভিনেগার, সামান্য জল দিয়ে সস তৈরি করুন। ভাজা ফুলকপি মিশিয়ে ভালো ভাবে নাড়ুন। গরম গরম পরিবেশন করুন। চাইনিজ রাইস বা নুডলসের সঙ্গে দারুণ মানায়!

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ছোলার ডাল ভুর্জি

কী কী লাগবে

ছোলার ডাল ১ কাপ, আদা বাটা ১ চা চামচ, নুন স্বাদমতো, তেল পরিমাণমতো, পেয়াঁজ কুচি ১টি, রসুন বাটা ১ চা চামচ, টমেটো কুচি ১টি, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices লঙ্কা গুঁড়ো স্বাদমতো, Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices জিরে গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, মটরশুঁটি ১/৪ কাপ, কাঁচালঙ্কা চেরা ২টি, Shalimar's Chef Spices গরম মশলা ১/৪ চা চামচ, ধনেপাতা কুচি ১ টেবিল চামচ।

কীভাবে বানাবেন

ছোলার ডাল, নুন ও আদা দিয়ে বেটে নিন। কড়াইতে সামান্য তেলে ডাল বাটা ভেজে তুলে রাখুন। আবার তেলে পেয়াঁজ, আদা-রসুন বাটা কষিয়ে টমেটো, নুন, হলুদ, লঙ্কা, ধনে ও জিরে গুঁড়ো দিন। মশলা থেকে তেল বের হলে ডাল বাটা, মটরশুঁটি ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে নাড়ুন। উষ্ণ জল দিয়ে মাখা মাখা হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। শেষে গরম মশলা ও ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। রুটি বা পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন। (নিরামিষভাবে করতে চাইলে জিরে ফোড়ন ও আদা বাটা দিন।)

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ডালের পুরভরা পুঁই পাতা ফ্রাই

কী কী লাগবে

পুঁই শাকের পাতা ১০-১২টি, মুসুর ডাল দেড় কাপ, পেয়াঁজ কুচি ১টি, কাঁচালঙ্কা কুচি ২-৩টি, নুন স্বাদমতো, Shalimar's সর্ষের তেল ৩-৪ টেবিলচামচ।

কীভাবে বানাবেন

ডাল ভিজিয়ে বেটে নিন। এতে পেয়াঁজ, কাঁচালঙ্কা, নুন ও সামান্য তেল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। পুঁই পাতায় পেস্ট মাখিয়ে অর্ধেক ভাঁজ করে মুড়িয়ে নিন। গরম তেলে দু'পাশে সোনালি করে ভেজে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে দারুণ খেতে লাগে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মশালা প্রন

কী কী লাগবে

চিংড়ি ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি ২ কাপ, আদা-রসুন বাটা ১ চা চামচ করে, টমেটো কুচি ১ কাপ, দই ২ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices লঙ্কা ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices ধনে ও জিরে গুঁড়ো ১ চা চামচ করে, Shalimar's Chef Spices গরম মশলা ১/২ চা চামচ, তেজপাতা ১টি, ছোট এলাচ ২টি, দারচিনি ১ ইঞ্চি, কাঁচালঙ্কা ২-৩টি, লবণ, Shalimar's সর্ষের তেল, ঘি ১ চা চামচ।

কীভাবে বানাবেন

চিংড়ি লবণ-হলুদ মেখে ভেজে নিন। তেলে ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ ভেজে আদা-রসুন, টমেটো ও মশলা কষে নিন। দই দিয়ে নেড়ে ভাজা চিংড়ি যোগ করুন। সামান্য জল দিয়ে ঢেকে ৫ মিনিট রান্না করুন। শেষে ঘি ও গরম মশলা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পাঁঠার মেটে কষা

কী কী লাগবে

পাঁঠার মেটে ৫০০ গ্রাম, আলু ৪টি, পেঁয়াজ ২টি, আদা-রসুন বাটা ৪ টেবিল চামচ, টমেটো ১টি, Shalimar's সর্ষের তেল ১/৪ কাপ, তেজপাতা ২টি, লবঙ্গ ৪টি, ছোট এলাচ ৪টি, দারচিনি ২ ইঞ্চি, নুন স্বাদমতো, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, দই ২ টেবিল চামচ, ঘি ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices গরম মশলা ১ চা চামচ।

কীভাবে বানাবেন

মেটে দই, আদা-রসুন ও তেল দিয়ে ৩০ মিনিট মেরিনেট করুন। কড়াইতে তেল গরম করে গোটা মশলা ও আলু ভেজে পেঁয়াজ বাদামি করুন। মেখে রাখা মেটে, টমেটো, লঙ্কা ও মশলা দিয়ে কম আঁচে কষান তেল বের হওয়া পর্যন্ত। ধনে গুঁড়ো মিশিয়ে, ১ কাপ জল দিয়ে ঢেকে আলু ও মেটে সেদ্ধ করুন। শেষে ঘি ও গরম মশলা দিয়ে ২ মিনিট ঢেকে রাখুন। গরম ভাত বা পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ফিশ টিক্কা

কী কী লাগবে

বোনলেস ভেটকি মাছ ৫০০ গ্রাম, দই ৩ টেবিল চামচ, আদা-রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices লাল লঙ্কা ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices গরম মশলা ১/২ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices কসুরি মেথি ১ চা চামচ, Shalimar's সর্ষের তেল ১ টেবিল চামচ, নুন স্বাদমতো।

কীভাবে বানাবেন

মাছ ধুয়ে লেবু ও নুন দিয়ে ১৫ মিনিট ম্যারিনেট করুন। মশলা, দই ও তেল মিশিয়ে ১ ঘণ্টা ম্যারিনেড করুন। এয়ার ফ্রায়ার ১৮০°c এ ১২-১৫ মিনিট রান্না করুন, মাঝখানে উল্টে দিন। ধনেপাতা ও পেঁয়াজ কুচি দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কড়াই চিকেন

কী কী লাগবে

চিকেন লেগ পিস ৬টি, পেঁয়াজ ১টি, টমেটো ৩টি, ক্যাপসিকাম ১টি, আদা-রসুন বাটা ৪ চা চামচ, কড়াই মশলা ১ টেবিল চামচ + ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices কসুরি মেথি ১ চা চামচ, মাখন ১ টেবিলচামচ, Shalimar's Mustard তেল ১/৪ কাপ, নুন স্বাদমতো, ধনে পাতা কুচি।

কড়াই মশলার জন্য: ধনে ২ টেবিল চামচ, জিরা ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচ ১ চা চামচ, শুকনো লঙ্কা ২-৩টি, এলাচ ৩টি, দারুচিনি ১ ইঞ্চি, লবঙ্গ ৩-৪টি, Shalimar's Chef Spices শুকনো আমচুর পাউডার ১ চা চামচ। সব মশলা হালকা ভেজে মিক্সারে গুঁড়ো করে নিন।

কীভাবে বানাবেন

তেলে চিকেন সামান্য নুন দিয়ে লালচে করে ভেজে তুলে রাখুন। টমেটো, কাঁচালঙ্কা, আদা কুচি দিয়ে সেদ্ধ করুন। খোসা ছেড়ে ভালো করে কষান। আদা-রসুন বাটা, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ, নুন দিয়ে কষান। কড়াই মশলা মেশান, ১ কাপ জল দিয়ে সেদ্ধ করুন। আলাদা প্যানে পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, টমেটো মাখন ও তেলে ভেজে মশলা মেশান। গ্রেভিতে মিশিয়ে ১-২ মিনিট নাড়ুন, কসুরি মেথি ও ধনে কুচি ছড়িয়ে ২ মিনিট রান্না করুন। আদা কুচি ছড়িয়ে গরম পরিবেশন করুন। রুটি, পরোটা বা নানের সঙ্গে দারুণ মানায়।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আমিনিয়া স্টাইল মাটন কারি

কী কী লাগবে

মাটন ৫০০ গ্রাম, পেয়াঁজ ২টি, আলু ২-৩টি, গাজর কিছু স্লাইস, ডিম সেদ্ধ ২টি, টমেটো ১-২টি, আদা-রসুন বাটা ৪ টেবিল চামচ, সাদা মরিচ/গোলমরিচ ১ চা চামচ, ছোট এলাচ ৪টি, বড় এলাচ ২টি, Shalimar's Sunflower তেল/ঘি ১/২ কাপ, Shalimar's Chef Spices কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো ২ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১ চা চামচ, কাঁচালঙ্কা বাটা ১-২ চা চামচ, রোস্ট করা জয়িত্রি গুঁড়ো, নুন স্বাদমতো, খোয়া ১/২ কাপ।

কীভাবে বানাবেন

পেয়াঁজ, আলু, গাজর সেদ্ধ করে পেয়াঁজ বেটে নিন। আলু হলুদ ও লঙ্কা মেখে ভেজে রাখুন। পেয়াঁজ বাটা, আদা-রসুন, রোস্ট করা গুঁড়ো, গোটা মশলা, তেল, লঙ্কা, হলুদ, কাঁচালঙ্কা মিশিয়ে কষান। মাটন যোগ করে খোয়া ও নুন দিয়ে তেল বের হওয়া পর্যন্ত কষান। ২ কাপ উষ্ণ জল দিয়ে ঢেকে কম আঁচে দেড় ঘণ্টা রান্না করুন। পরিবেশনের সময় সেদ্ধ পেয়াঁজ, গাজর, আলু, ডিম, টমেটো উপরে সাজিয়ে মাটন কারি ঢালুন। গরম ভাত বা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

নরম পাকের সন্দেশ

কী কী লাগবে

দুধ ১ লিটার (ফুল ফ্যাট), লেবুর রস বা ভিনেগার ২-৩ টেবিল চামচ, গুঁড়ো চিনি ১/৩ কাপ (স্বাদমতো)

কীভাবে বানাবেন

ভারী পাত্রে দুধ ফুটিয়ে নিন। আঁচ বন্ধ করে লেবুর রস বা ভিনেগার অল্প অল্প করে দিন, দুধ ফেটে গেলে ছানা ছেঁকে ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে নিন। ছানা ৩০ মিনিট ঝুলিয়ে জল ঝরিয়ে নিন। থালায় নিয়ে ১০-১৫ মিনিট ভালো করে মেখে নরম মণ্ড তৈরি করুন। ননস্টিক প্যানে কম আঁচে ছানা দিন, চিনি মিশিয়ে নেড়ে ঘন করুন যতক্ষণ না প্যান ছাড়ে। আঁচ থেকে নামিয়ে হালকা ঠান্ডা হলে পছন্দমতো আকারে গড়ে নিন বা ছাঁচে চাপ দিন। গরম বা ঠান্ডা, দুইভাবেই পরিবেশনযোগ্য ঐতিহ্যবাহী বাংলা মিষ্টি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

প্যাড়া সন্দেশ

কী কী লাগবে

ছানা ২৫০ গ্রাম, চিনি ৫০ গ্রাম, খোয়া গুঁড়ো ২ টেবিল চামচ, গুঁড়ো দুধ ২ টেবিল চামচ, এলাচ গুঁড়ো ১/৪ চা চামচ, ঘি ১ চা চামচ, বাদাম/কিশমিশ সাজানোর জন্য

কীভাবে বানাবেন

ছানাকে হাতের তালুর সাহায্যে মসৃণ করে মেখে নিন। চিনি, খোয়া গুঁড়ো, গুঁড়ো দুধ, এলাচ গুঁড়ো ও ঘি ছানায় মেশান। ননস্টিক প্যানে অল্প আঁচে পাক দিয়ে নামিয়ে নিন। মিশ্রণ থেকে ছোট ছোট আকারে গড়ে ঘি লাগানো থালায় রাখুন। আমন্ড বাদাম বা কিশমিশ দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ঐতিহ্যের আলোকপঞ্চক

উৎসবধারা

দীপাবলি বা দীপোৎসব শুধু একদিনের আলোর উৎসব নয়, বরং এটি একাধিক আচার, পৌরাণিক কাহিনি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত এক দীর্ঘ উদ্‌যাপন। ধনতেরাস, ভূত চতুর্দশী, কালীপুজো, দীপাবলি, গোবর্ধন পূজা ও ভাইফোঁটা, এইসব মিলেই গড়ে ওঠা এক আলোকপঞ্চক, যা ভারতীয় সমাজে শুভ, শক্তি, সমৃদ্ধি ও ভালোবাসার প্রতীক। বাঙালি ও অবাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে এই উৎসবের পালনে যেমন পার্থক্য আছে, তেমনি আছে এক অবিচ্ছিন্ন মিল অন্ধকারের মধ্যে আলোর আহ্বান।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

দীপাবলি উৎসবের সূচনা হয় ধনতেরাস বা "ধনত্রয়োদশী" দিয়ে। কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে পালন করা হয় এই দিনটি। সমুদ্র মন্থনের সময় যখন অমৃতের কলস হাতে আবির্ভূত হন দেব চিকিৎসক ধন্বন্তরি, তখনই এই দিনটি 'ধনতেরাস' নামে পবিত্র হয়ে ওঠে। তাঁর হাতে ছিল আয়ুর্বেদের প্রতীক "অমৃতঘট"। তাই ধনতেরাস মানে শুধু সম্পদ নয় স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুরও প্রতীক। এই দিনে সোনা, রূপো বা ধাতব জিনিস কেনার রীতি আছে, কারণ বিশ্বাস, এই দিনে কেনা ধন বা দ্রব্যে লক্ষ্মী স্থায়ীভাবে বিরাজ করেন। অবাঙালি ব্যবসায়ীরা এই দিনেই নতুন হিসেবের খাতা খোলেন।

ধনতেরাসের পরদিন, কার্তিক মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীতে পালিত হয় ভূত চতুর্দশী, যা বাংলায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিনে বিশ্বাস করা হয় যে, মা কালী অশুভ আত্মা ও অপদেবতার বিনাশ করেন। ঘরে ঘরে চোদ্দটি প্রদীপ জ্বালানো হয়, এটি চোদ্দ পূর্বপুরুষের আত্মাকে আলোকিত করার প্রতীক। লোককথায় আছে, এই দিন ভূতপ্রেত বা অশুভ আত্মা সক্রিয় থাকে, তাই দরজা-জানালার কোণে প্রদীপ জ্বালিয়ে তাদের দূরে রাখা হয়। ভূত চতুর্দশীকে আবার "নরক চতুর্দশী"ও বলা হয় অনেক স্থানে, কারণ এই দিনেই ভগবান কৃষ্ণ অসুর নরকাসুরকে বধ করে মানবজাতিকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

ভূত চতুর্দশীর সঙ্গে সম্পর্কিত নরক চতুর্দশীর পৌরাণিক কাহিনিতে বলা হয়, দৈত্য নরকাসুর অসুরলোক দখল করে মানুষ ও দেবতাদের উপর অত্যাচার করছিল। তখন ভগবান কৃষ্ণ তাঁর পত্নী সত্যভামার সহায়তায় নরকাসুরকে বধ করেন। এই দিনটি তাই প্রতীকীভাবে "অশুভের বিনাশ ও শুভের জয়"

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

হিসেবে পালিত হয়। অনেক স্থানে ভোরবেলা তেল-স্নান, নতুন বস্ত্র পরিধান, ও প্রদীপ জ্বালানোর রীতি আছে, যা আত্মশুদ্ধি ও আলোকপ্রাপ্তির প্রতীক।

বাংলায় দীপাবলির মুখ্য আকর্ষণ হলো কালীপুজো। দক্ষিণা কালী বা শ্যামাকালীর আরাধনা করা হয় কার্তিক অমাবস্যার রাতে। দেবী কালীকে বিশ্বাস করা হয় অজ্ঞান, অহংকার ও অশুভ শক্তির বিনাশক রূপে। রক্তবীজ অসুরের রক্ত থেকে যে অসংখ্য দানব জন্ম নিচ্ছিল, তাঁদের বিনাশের জন্যই কালী তাঁর ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেন।
বাংলার ঘরে ঘরে এই পূজায় মাতৃশক্তির আহ্বান করা হয় ঘর আলোকিত হয় প্রদীপে, ধূপে, মন্ত্রে ও ভক্তিতে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন, “কালী মানেই মা, তিনি ভয়ঙ্কর রূপেও করুণা মূর্তি।” তাই কালীপুজো ভয় নয়, বরং আত্মবোধ ও শক্তির এক সাধনা।

যেখানে উত্তর ভারত দীপাবলিকে রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের স্মৃতিতে আলোকোৎসব হিসেবে পালন করে, সেখানে বাংলায় দীপাবলি মানেই কালীপুজো। উত্তর ভারতে ঘরে ঘরে মা লক্ষ্মী ও ভগবান গণেশের পূজা হয় অর্থ, প্রজ্ঞা ও সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে। অন্যদিকে বাঙালি ঘরে লক্ষ্মী নয়, পূজিত হন শক্তির দেবী কালী যিনি সৃষ্টির রাত্রিতে ধ্বংস করে পুনর্জন্মের বার্তা দেন। অবাঙালির দেওয়ালী তাই মূলত আনন্দ, আলো ও সমৃদ্ধির উৎসব; বাঙালির দীপাবলি তপস্যা,

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

শক্তি ও ভক্তির সাধনা। তবু দুই উৎসবের মর্ম এক, অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর জয়।

অমাবস্যার রাতের অন্ধকারে জ্বলে ওঠে হাজারো প্রদীপ, এই দিনই মূল দীপাবলি। পুরাণ অনুসারে, এই দিনেই রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণ চৌদ্দ বছরের বনবাস শেষে অযোধ্যায় ফিরে আসেন, আর শহর আলোকমালায় সাজানো হয় তাঁদের অভ্যর্থনায়। এই দিন লক্ষ্মীপূজারও প্রথা আছে, সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির দেবীর আহ্বানে ঘরবাড়ি পরিষ্কার, আলোকসজ্জা ও ধনসম্পদের পূজো হয়। দীপাবলি তাই কেবল উৎসব নয়, জীবনের এক দর্শন, অশুভের বিরুদ্ধে শুভের, অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর জয়।

দীপাবলির পরদিন পালিত হয় গোবর্ধন পূজা বা অন্নকূট। ভগবান কৃষ্ণ ব্রজবাসীদের শিখিয়েছিলেন, প্রাকৃতিক শক্তি ও পরিশ্রমই জীবনের আসল আশ্রয়।
ইন্দ্রের অহংকার ভাঙতে কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত তুলেছিলেন তাঁর আঙুলে, ব্রজবাসীদের প্রবল বৃষ্টি থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাই এই দিনে কৃষ্ণকে অন্নকূট দিয়ে পূজা করা হয় প্রকৃতির দান ও মানব পরিশ্রমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন এটি।

দীপাবলির শেষ দিন ভাইফোঁটা, যা উত্তর ভারতে "ভাই দুজ" নামেও পরিচিত। বাংলায় এই দিনটির আবেগ গভীর, বোন ভাইয়ের কপালে কাজল, চন্দন ও দই দিয়ে ফোঁটা দেয়, তার দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনা করে। এর উৎস পাওয়া যায় যম ও যমুনা-র পৌরাণিক কাহিনিতে। যম একদিন তাঁর বোন যমুনার বাড়ি গেলে, যমুনা স্নেহভরে তাঁকে অভ্যর্থনা করে ফোঁটা দেয়। সেই দিন থেকেই ভাইফোঁটার রীতি শুরু। আজও এই দিনটি ভাই-বোনের সম্পর্কের মাধুর্য ও পারিবারিক ভালোবাসার প্রতীক।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

দীপাবলি উৎসব এক সপ্তাহব্যাপী আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক যাত্রা। ধনতেরাসের স্বাস্থ্য ও সম্পদ, ভূত চতুর্দশীর অশুভ বিনাশ, কালীপুজোর শক্তি, দীপাবলির আলো, গিরি গোবর্ধনের প্রতি কৃতজ্ঞতা, ও ভাইফোঁটার ভালোবাসা সব মিলিয়ে এটি মানবজীবনের সম্পূর্ণ পরিধি। অন্ধকার যতই ঘন হোক, দীপাবলির আলো আমাদের শেখায়,

“অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়।”

অর্থাৎ, অসত্য থেকে সত্যের দিকে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়াই জীবনের চূড়ান্ত সাধনা।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আকাশ ৮
বাংলার নিজের চ্যানেল
একই স্বাদ
আরও কাছের ঠিকানায়!
রাঁধুনী
রাঁধুনী এখন
platform 8
অ্যাপেও!

সময়ের হাত ধরে আজও সবার মুখে

রাজীব গুপ্ত, ঝিনুক গুপ্ত

নবরত্ন পোলাও

কী কী লাগবে

ঘি, কাজুবাদাম, আমন্ড, কিসমিস, পনির, সাদা তেল, ডুমো করে কাটা ফুলকপি, গাজর কুচি, বেবি কর্ন্ কুচি, বিনস্ কুচি, গোটা গরম মসলা, তেজপাতা, সিদ্ধ করা বাসমতি চাল, নুন, চিনি, কেশর ও দুধ।

কীভাবে বানাবেন

প্রথমে ফ্লাইং প্যানে ঘি গরম করে কাজুবাদাম, আমন্ড, কিসমিস, পনির, দিয়ে হালকা ভাজতে হবে। অন্যদিকে কড়াইতে সাদা তেল গরম করে বিনস্ কুচি, ডুমো করে কাটা ফুলকপি, গাজর কুচি, বেবি কর্ন্ কুচি দিয়ে ভেজে নিতে হবে।

এরপর কড়াইতে ঘি গরম করে সেটা গরম মসলা, তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে সেদ্ধ করা বাসমতি চাল দিয়ে নেড়ে-চেড়ে অল্প জল, নুন, চিনি, দিয়ে নেড়ে-চেড়ে কিছুক্ষণ ঢেকে রাখতে হবে। তারপর ঢাকা খুলে ভাজা সবজি, ভাজা ড্রাই ফ্রুটস, পনির দিয়ে নেড়ে-চেড়ে ঢেকে দিতে হবে। এরপর নামিয়ে ওপর থেকে ঘি, গরম মসলা গুঁড়ো, কেশর, দুধ ছড়িয়ে পরিবেশন করুন নবরত্ন পোলাও।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সময়ের হাত ধরে আজও সবার মুখে

প্রিয়াঙ্কা দে, শুভাশিস রায়চৌধুরী

মাটন ডাক-বাংলো

কী কী লাগবে

মাটন, টক-দই, আদা বাটা, রসুন বাটা, জিরেগুঁড়ো, নুন, হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা কুচি, সর্ষের তেল, গোটা গরম মসলা, জয়ীত্রী, লবঙ্গ, গোটা ধনে, গোটা গোলমরিচ, গোটা জিরে, গোটা শুকনো লঙ্কা, নুন পেঁয়াজ কুচি, গোটা ভাজা আলু, চেরা কাঁচা লঙ্কা, গোটা ডিম ভাজা।

কীভাবে বানাবেন

একটা বোলে মাটন, টক-দই, আদা বাটা, রসুন বাটা, জিরেগুঁড়ো, নুন, কাঁচা লঙ্কা কুচি, হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে কিছুক্ষণ রাখতে হবে।

এরপর কড়াইতে সরষের তেল গরম করে গরম তেল কিছুটা ম্যারিনেট করা মাংসে দিয়ে মেখে রাখতে হবে অন্যদিকে একটা ফ্লাইং প্যানে সেটা গরম মসলা, জয়ীত্রী, লবঙ্গ, গোটা ধনে, গোটা গোলমরিচ, গোটা জিরে, গোটা শুকনো লঙ্কা, নুন দিয়ে ড্রাই রোস্ট করে নিতে হবে।

এরপর কড়াইতে তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে বাদামি করে ভাজতে হবে তারপর ম্যারিনেট করা মাংস ভালো করে নেড়ে-চেড়ে গুঁড়ো করা মসলাটা দিয়ে ভালো করে কষাতে হবে। তারপর সেটা ভাজা আলু, চেরা কাঁচালঙ্কা অল্প জল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। নামানোর কিছুক্ষণ আগে সেটা ডিম ভাজা দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে নামিয়ে গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করুন মাটন ডাক-বাংলো।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সময়ের হাত ধরে আজও সবার মুখে

পাপড়ি শীল, মিনু শীল

চালতা দিয়ে অড়হর ডাল

কী কী লাগবে

ভেজানো অড়হর ডাল, থেতো করা চালতা, তেজপাতা, নুন, সর্ষের তেল, কালো সর্ষে, গোটা শুকনো লঙ্কা, চিনি।

কীভাবে বানাবেন

প্রেসার কুকারে ভেজানো অড়হর ডাল, থেতো করা চালতা ,অল্প জল, তেজপাতা, নুন দিয়ে ঢাকনা আটকে সেদ্ধ করতে হবে। এরপর কড়াইতে সরষের তেল, গরম করে গোটা কালো সরষে, গোটা শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে সেদ্ধ করা ডালটা ঢেলে দিতে হবে। তারপর নুন, খানিকটা চিনি দিয়ে নেড়ে-চেড়ে ঢেকে দিতে হবে। একটু মাথা মাখা হলে নামিয়ে গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করুন চালতা দিয়ে অড়হর ডাল।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সময়ের হাত ধরে আজও সবার মুখে

সোমা রায়

হাতে মাখা হাঁসের মাংস

কী কী লাগবে

হাঁসের মাংস, পেঁপে বাটা, টক-দই, নুন, আদা-জিরে-ধনে বাটা, রসুন-কাঁচা লঙ্কা বাটা, হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, টমেটো কুচি, পেঁয়াজ কুচি।

কীভাবে বানাবেন

একটা বোলে হাঁসের মাংস, পেঁপে বাটা, টক-দই, নুন দিয়ে কিছুক্ষণ ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। তারপর কড়াইতে ম্যারিনেট করা মাংস দিয়ে আদা-জিরে-ধনে বাটা, কাঁচালঙ্কা বাটা, হলুদ গুঁড়ো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, টমেটো কুচি, পেঁয়াজ কুচি, সরষের তেল দিয়ে ভালো করে মাখতে হবে। তারপর কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে আবারও মেখে নিয়ে ঢেকে গ্যাস জ্বালিয়ে দিতে হবে। মাংস সেদ্ধ হলে নামিয়ে গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করুন হাতে মাখা হাঁসের মাংস।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com